আমি রমণী।

কাব্য।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

" নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ
ক্ব তদ্বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা। "

কালিদাস।

কলিকাতা

সুধাবর্ষণ যন্ত্রে
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৭।

উৎসর্গ।

স্থদীনজনপালিনী পরমকরুণাবতী

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া

মহিমার্ণবাস্থ।

স্বদেশগৌরবিণি! আপনি বঙ্গীয় বামাকুলের ঈশ্বরী। "আমি রমণী" নামে এই কাব্যখানি আপনার সুবিমল করকমলে সমর্পণ করিবারই উপযুক্ত। একটী অভাগিনী অনাথিনী এইখানি বিস্তৃতায়তনে গদ্যছন্দে লিখিয়াছিলেন। আমার একটী ভৈষজ্যবিজ্ঞানবিদ্ বন্ধু সেইখানি আমাকে দেখিতে দেন। আমি দেখিলাম, এ চিত্রখানি প্রকৃত সতীত্ব ও তুরদৃষ্টদর্পণ। ইহা কাব্যে রচিত হইলে বড় চমৎকার হয়। এই অভিপ্রায়টী সেই মিত্রবরের দ্বারা রচয়িত্রীকে বলিয়া পাঠাই। সেই বুদ্ধিমতী প্রতিভা আপন তুর্ভাগ্যসহচরী প্রতিভাবলে আপন জীবনী আখ্যানে কতকগুলি কবিতা লিখিয়া পাঠান। আমি সেইগুলি যথারীতি সংশোধন করিয়া পুস্তিকাকারে প্রচার করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় ভদ্রকুলবালিকা ও ভদ্রকুলমহিলার অনেকপ্রকার সুনীতি ও সহিষ্ণুতামূলিনী ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিতে পারিবেন, এই ভরসায় কাব্যসহায়িনী সাহিত্য-গৌরবিণী মহারাণীর নামে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা।
৩০ এ চৈত্র
১২৮৭।

নিত্য আশীর্ব্বাদক।
শ্রী—প্রকাশক।

আমি রমণী।

—— ০০ ——

প্রথম কল্প।

—— ০০ ——

আমি রমণী।

অনাথিনী আমি কুলের রমণী।
কুলীনের মেয়ে, কুলেতে রই।
কাঁদি কাটি খাটি, দিবস রজনী।।
কপালের লেখা, যাতনা সই॥

অনাথিনী আমি, কুলের ললনা।
যে যা বলে তাই, শুনিয়ে যাই।
কখনো জানি না, চাতুরী ছলনা॥
কপালের দোষে যাতনা পাই॥

পিঞ্জরে আমার চির অবস্থান
পিঞ্জরে বসিয়ে কাহিনী কই।

পিঞ্জরেতে খাই গান করি গান ॥
পিঞ্জরে শুইয়ে ঘুমায়ে রই ॥

ওহে বঙ্গবাসি। নমস্কার করি।
তোমাদের ঘরে যে রীতি আছে।
চিরদিন আছি সেই রীতি ধরি ॥
অপরাধী নই, কাহারো কাছে ॥

বেড়ী খুলে দাও, উড়ে যাই বনে।
তোমাদের মত বাতাস খাই।
স্বপনে এ কথা ভাবিনিকো মনে ॥
কোথা উড়ে যাব, যাইতে নাই ॥

কেন যাব উড়ে, কুলে থাকা প্রথা।
দেশাচার-দাসী, আচারে গাঁথা।
ধরাবাঁধা রবো, ধরাবাঁধা কথা ॥
হাঁফায়ে মরিলে নাড়িনে মাথা ॥

ওহে বঙ্গবাসি! করি নমস্কার!
অবলা বলিয়ে করিও দয়া।
তোমাদের পূজা, বাসনা আমার ॥
হর পূজে যথা, বিজয়া জয়া ॥

অনাথিনী আমি, অনাথিনী নই !
সহকার ডালে কেটেছে কাল।
সে ডালে এখন নাহি পাই থই !!
ভেঙেছে কপাল, ভেঙেছে ডাল !!

তাই অনাথিনী বিমলাসুন্দরী। *
সে ডালে কোকিলা করেনা গান !
তাই অনাথিনী বিমলাসুন্দরী॥
তাই ভেবে ভেবে কাঁদিছে প্রাণ !!

মা বাপের আমি আদরিণী মেয়ে।
আদরের দিন গিয়েছে কেটে !
বসেছি এখন তিন কুল খেয়ে !!
মনে হলে যায় পাষাণ ফেটে !!

পিতা জমীদার, সাবিত্রী জননী।
ছোট দুটী ভাই, মায়ের কোলে।
মা যেন আমার, গণেশজননী॥
ছেলে দুটী যেন মাণিক দোলে !!

ন বছুরে মেয়ে হলেম যখন।
বিবাহের ধূম পড়িয়ে গেলো।

* আমার নাম বিমলা সুন্দরী।

কত ঘটা ঘোর, কত লোকজন ॥
চাঁদপারা বর সাজিয়ে এলো ॥

বিয়ে হয়ে গেল, আমোদী সবাই ।
ন বছুরে মেয়ে, আমিও হাসি ।
বিয়ে কারে বলে, কিছু জানি নাই ॥
জানি না যে, কার হলেম দাসী ॥

শ্বশুর বাড়ীতে গেলেম উল্লাসে ।
বরণ করিয়ে ঘরেতে নিল ।
শ্বশুর শাশুড়ী কত ভালবাসে ॥
কত অলঙ্কারে সাজায়ে দিল ॥

পদ্মাবতী তীরে তাঁহাদের ঘর ।
দিব্বি পাকা বাড়ী, চকেতে ঘেরা ।
বেশ পরিপাটী, কেমন সুন্দর ॥
আমার বাপের বাড়ীর সেরা ॥

ছুটিতেছে পদ্মা, আপনার মনে ।
দেখে ভয় হয় প্রবাহ তার ।
নাচিছে বাতাসে, ফুলিছে সঘনে ॥
গঙ্গা তার কাছে রূপোর তার ॥

খুব গণ্ডগ্রাম, খুব লোকজন।
অনেক ব্রাহ্মণ বসতি করে।
নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড, নিত্য নিমন্ত্রণ ॥
রহিলাম সুখে, শ্বশুর ঘরে ॥

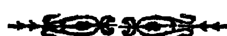
সুখে রহিলাম, কোন দুঃখ নাই।
তত্ত্ব আসে যায়, ভেয়েরা আসে।
পদ্মাদিয়ে ভেসে বাপঘরে যাই ॥
দুবার তরণী নদীতে ভাসে ॥

দুবছর গেল, শ্বশুর আমার।
স্বরগপুরীতে করিলা বাস।
শাশুড়ী হইলা অনুগামী তাঁর ॥
একাদশী, পুরায়ে মাস ॥

ওহে বঙ্গবাসি! করি নমস্কার!
দেখ দেখ দেখ বিধির খেলা!
শুনে শুনে যাও, কাহিনী আমার!!
কাঁদিতে হইবে শেষের বেলা ॥

ইতি প্রথম কল্প

দ্বীতিয় কল্প।



আমার সতীন।

ষোড়শ বরষ বয়স আমার।
হইল, তথনো হলো না ছেলে।
পতির বিবাহে মতি সবাকার॥
কবে হবে ছেলে, বয়স গেলে?

বংশ রক্ষা-তরে সংশয় সবার।
আমিও তাহাতে দিলাম সায়।
বড় ভালবাসা পতির আমার॥
সহজে না রাজী হলেন তায়॥

বহু উপরোধে, বড় অনুরোধে।
কাজে কাজে তাঁর ফিরিল মন।
আরো লোল পেয়ে আমার প্রবোধে
বিবাহ করিতে হইল পণ॥

মিলে গেল মেয়ে পরম সুন্দরী।
হয়ে গেল বিয়ে দুমাস পরে॥
আদর করিয়ে নিজে কোলে করি॥
বরণ করিয়ে নিলেম ঘরে॥

সতিনী আমার নলিনীর প্রায়।
থোড়ালো থাড়ালো গোছালো মেয়ে।
কতখানি রূপ ধরেনাকো গায়॥
আদরে আদরে দেখিনু চেয়ে॥

হলুদে ডুবানো, সোণাতে জড়ানো।
ননীতে মাখানো, নিটোল গোল।
অষ্ট অঙ্গ যেন কমলে গড়ানো॥
কোনোখানে কিছু নাহিকো টোল॥

কিবে নাক মুখ, ভুরু দুটী বাঁকা।
ভাসাভাসা চোক পটল চেরা।
নাক চোক যেন, তুলী দিয়ে আঁকা॥
জোড়া ভুরু যেন, ভ্রমরে ঘেরা॥

কমলের সম ঢল্‌ঢলে মুখ।
গালের দু-পাশে গোলাপী রেখা।
সরু সরু ঠোঁট, রাঙা টুক্ টুক্॥
হাসিতে মিশিলে না যায় দেখা॥

ফুটন্তে পূরন্তে পূর্ণ শতদল।
আমরি আমরি রূপের ডালি!

আমি রমণী।

সোণার প্রতিমা, সোণার কমল ।।
নিরখিলে ঘুচে মনের কালী ॥

রেসমের মত এক ঢাল চুল।
পিট কালো কোরে পড়েছে পায়।
চুলের ভিতরে দুলিতেছে দুল ॥
আমরি আমরি, কি শোভা পায় ।।

কাণের দু-পাশে দুলিছে অলক।
অলকের কোলে মাণিক দোলে।
নাকেতে ঝুলিছে মুকুতা নোলক ।।
চপলা যেমন মেঘের কোলে !!

সুখে ভাসিতাম, ভাল বাসিতাম।
সতীন হইল বুকের ধন।
নিধি পাইলাম, চুমো খাইলাম ।।
রূপ দেখে দেখে মাতিল মন !!

চুল বেঁধে দিয়ে, টীপ কেটে দেই ॥
কাতুকুতু দিয়ে হাসায়ে ফেলি।
হেসে ঢোলে পোড়ে কোরে যায় যেই।
হেসে বলি কিলো। পালায়ে গেলি ?

কথাটী না কয়, মুখ টিপে হাসে।
লাজেতে বুজায় চোকের পাতা।
হাত ধোরে টানি, ধীরে ধীরে আসে॥
টিপি টিপি হাসে, নোয়ায়ে মাথা॥

খাওয়া দাওয়া ভুলে, লইয়ে সতীন।
হেসে খেলে সুধু আমোদ করি।
মুখে মুখে বোসে, থাকি সারাদিন॥
সোহাগ বাড়াই থুতিটী ধরি॥

যা যেখানে পাই, সতীনে খাওয়াই॥
ভাল ভাল সব মিঠাই কিনে।
পতিকে না দিই, আপনি না খাই॥
কেহ যেন নাই, সতিনী বিনে॥

সতিনী খাইলে কত সুখোদয়।
এমন সতীন কার বা হয়?
লোকের সতীনে দেখে লাগে ভয়।
আমার সতিনী বাঘিনী নয়॥

আমি ভালবাসি, সে আমারে বাসে
দুজনে সমান, তফাত নাই।

কাঁদিলে সে কাঁদে, হাসিলে সে হাসে॥
আমারো যে ভাব, তাহারো তাই॥

সঙ্গিনী আমার ভগিনী সমান॥
যা বলি যখন, তাহাই করে।
আমার উপরে ষোল আনা টান॥
ভয়ে জড়সড় আমার ডরে॥

সাজায়ে গুজায়ে নিয়ে যাই তারে।
শুয়ায়ে রাখিতে পতির বামে।
লাজে লীলাবতী * এগুতে না পারে॥
আমারে জড়ায়ে হটিয়ে আসে॥

বলি, "লক্ষ্মী দিদি। যাও ঘরে যাও।
লজ্জা কি যাইবে আপন ঘরে?
যাও লক্ষ্মী দিদি। যাও মাথা খাও।"
লীলা তত আরো জড়ায়ে ধরে॥

চিরদিন কভু সমান না যায়।
তার সাক্ষী এই, আপনি আমি।
কে যেন কি গুণ করিল আমায়॥
সতীনের হাতে সঁপিনু স্বামী॥

---

* সতীনের নাম লীলাবতী।

লীলাবতী মেয়ে হইল ডাগর।
আমারে তেমন মানেনা আর ;
চিনিয়া লইল আপন নাগর।
জিনিয়া বসিল হৃদয় তাঁর ॥

"এসো শোবে এসো, চল শোবে চল !"
মুখেতে বলিতে দেরি না সয়।
আগু আগু ছোটে, ভাবে ঢলো ঢলো ॥
আপনি যাইয়ে শুইয়ে রয় ॥

পতি প্রতিকূল হোলেন আমার !
বিধাতার খেলা, কি করি ভেবে !
তত ভালবাসা লুকালো কোথায় !!
দাসী বাঁদী হয়ে রহিনু এবে !!

দেখা হলে পরে ফিরিয়ে না চান।
ফিরাইতে গেলে, ফিরান মুখ !
কথা যদি কই, হই অপমান !!
লুকাইয়ে রাখি মনের দুখ !!

লীলাবতী আর মানেনা আমায় !!
বাঁকা বাঁকা বাঁকা নয়নে চায় ;

ডাকিলে নিকটে আসিতে না চায়॥
মুখ বাঁকাইয়ে চলিয়ে যায়॥

কালের ধরম, ক্রমে উঠে বেড়ে।
ফুটিল হৃদয়, ফুটিল মুখ।
ছুটিল আগুন দিনে দিনে বেড়ে॥
জ্বলিয়ে উঠিল আমার বুক॥

কিছু জানি নাই, আমি অভাগিনী।
আমারি সোহাগে উঠেচে বেড়ে।
তুলসীকাননে ছিল এ বাঘিনী॥
হৃদয়ের নিধি লইল কেড়ে॥

সতিনী হইলে হিংসা দ্বেষ হয়।
লোকে বলে বটে, শুনিতে পাই।
আমার হৃদয় সে হৃদয় নয়।
মনে জ্ঞানে কিছু ভাবিও নাই॥

লীলাবতী ভাল লীলা দেখাইল।
কান্না আসে চোকে হাসিও পায়।
বিমল পরাণে ভাল দাগা দিল॥
ভাবিলে সাগর শুকায়ে যায়॥

এত ভালবাসা, সব গেল দূরে।
ভবরথ চাকা ঘূরিয়ে গেলো!
ততখানি মায়া, সব গেল ঘূরে!!
আদরেতে ছাই পড়িয়ে এলো!

"আয় দিদি আয়! চুল বাঁধি আয়!"
বলিলে তখনি দেখায় কিল!
থই থই করে চোঁপায় চোঁপায়!!
তাল কোরে বসে, পাইলে তিল!!

"খুব ওলো লীলা! খুব লো নাগিনি!"
ডেকে বলিলাম, শুনিল কাণে।
কাঁদিয়ে উঠিল, কাঁদিয়ে রাগিণী॥
বাজের অধিক বাজিল প্রাণে॥

তখনি বুঝিনু, পালিয়াছি কারে।
যতনে করিয়ে পরাণ পণ।
হাতে তুলে ডালি দিয়েছি কাহারে!!
কারে ছেড়ে দিছি হৃদয়ধন!!

ফুটে বলিলাম, রুটী দিতে দিতে।
শুনিয়ে তাহার বাড়িল রিষ।
আমি দেখিলাম কাঁদিতে কাঁদিতে॥
লীলাবতী মোরে দেখিল বিষ!!

ইতি দ্বিতীয় কল্প।

তৃতীয় কল্প

আমার সন্তান ।

অপরূপ বিশ্বরূপ বিধাতার লীলা ।
এত ভালবেসে শেষে, পর হলো লীলা !!
আপনি বিমুখী হয়ে ক্ষান্ত নাহি দিল ।
প্রাণের পতিরে মম, পর কোরে নিল !!
আরো দেখ চমৎকার, খেলা বিধাতার ।
দুই তিন মাস মম, গরভ সঞ্চার !!
লোকেরা কথায় বলে, সতিনী হইলে ।
বড় বোর ভাগ্যফল আগে এসে মিলে ॥
বড় বউ আগে ভাগে গর্ভবতী হয় ।
আমাতেই দোষ আগে এ কথা নিশ্চয় ॥
কার মনে ছিল বল এমন ঘটনা ।
আঠারো বরষে হবে গর্ভের সূচনা !!
যাঁর মনে ছিল, তিনি দিলেন এ ফল ।
সব চেয়ে বিধাতার লিখন প্রবল ॥
দশ মাসে প্রসবিনু কুসুম তনয় ।
সূতিকা আলয়ে সুত চাঁদের উদয় ॥

দেখিয়ে বদনখানি চাঁদের আকার।
আঁতুড়ে অমরচাঁদ নাম রাখি তার॥
প্রেমানন্দে নিরানন্দ ঘটিল আমার।
প্রাণপতি দেখিল না প্রাণের কুমার !!
কি করি মেরেছে তারে নাগিনী দংশনে।
মনের অনল চেপে রাখিলাম মনে॥
ষষ্ঠীপূজা হয়ে গেল, হলেম বাহির।
প্রকাশ পাইল শিশু দ্বিতীয় মিহির॥
ক্রমে ক্রমে ছ মাসের হইল কুমার।
নিরানন্দ হৃদয়েতে আনন্দ অপার॥
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে. ছেলেটি আমার।
কি সুন্দর হইয়াছে, কারে বলি আর !!
টোপপারা মিস্ কালো এক মাথা চুল।
নধর অধর ছটা, যেন পদ্মফুল॥
কচি কচি তনুখানি, রাতুল চরণ।
ননীর পুতলী যেন, সোণার বরণ॥
ডোল্লা ডোল্লা মোটা নয়, আঁটালো সাঁটালো।
ছোট ছোট বুক পিট, চেটালো চোটালো॥
বুক জুড়াইয়ে যায় বুকে করি ধরি !
কার্ত্তিকের মত রূপ ! আ মরি আ মরি !!
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, যেন কলাশশী।
জ্ঞান হয় ভূমে চাঁদ পড়িয়াছে খসি॥

একদিন বোসে আছি, কোলে কোরে নিয়ে।
খয়েরের টীপ দিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে॥
কাজল পরায়ে দিয়ে যুগল নয়নে॥
দেখিতেছি বিধুমুখ যুগল নয়নে॥
হাসিছে খেলিছে যাদু হাত পা ছুড়িয়ে।
হাসিতে বিজলি যেন পড়িছে গড়িয়ে॥
মুখপানে চেয়ে চেয়ে উয়াঁ উয়াঁ করি।
কি যেন বলিছে মোরে চুল টেনে ধরি॥
আমিও মাথাটি নেড়ে, নীচু কোরে মুখ।
কহিতেছি, " কি কথা কহিছ শশিমুখ!
কি কথা শিখেছ তুমি, কি কথা বলিছ?
কার কোলে শুয়ে শুয়ে সোহাগে গলিছ?
শুনে শুনে যাদুমণি ডোক দিয়ে হাসে।
আমার নয়ন দুটী অশ্রুধারে ভাসে।
কখনো বা অধোমুখে দেয়ালা খেলায়।
হাসে কাঁদে, থেকে থেকে পা দুটী হেলায়॥
থুড়ী মর্ত্তি! বোলে আমি করতালি দিই।
হাসায়ে আপনি হাসি. মুখে চুমো নিই॥
আকাশে হয়েছে সবে এক পর বেলা।
কোলে শুয়ে শুয়ে ছেলে করিতেছে খেলা॥
মুখেতে আঙুল দিয়ে চোষে একবার।
পাশ ফিরে হাই খেয়ে হাসে আর বার॥

এই ভাবে বোসে আছি, ছেলে কোলে নিয়ে।
হেনকালে যান পতি, সেই খান দিয়ে॥
থমকিয়ে চমকিয়ে চেয়ে শিশুপানে॥
দরদর বারিধারা বহিল নয়ানে॥
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দূরে, হেরি পুত্রমুখ।
অদৃশ্য অন্তরে যেন, উথলিল সুখ॥
হলোনা হলোনা কোরে হয়েছে সন্তান।
তাহাতে পুত্রের মায়া, শোণিতের টান॥
নিকটে এলেন ঘেঁসে, চারি দিক্ চেয়ে!
কাছে এসে বসিলেন, কি সাহস পেয়ে॥
চুপিচুপি ছেলেটীকে আদর করিয়ে।
চুপি চুপি কহিলেন, আঁচল ধরিয়ে॥
"হ্যাদে দেখ! ছ মাসের হইয়াছে ছেলে।
ভাত দিতে হবে গালে, শুভদিন পেলে॥
ঘটাঘটি এতে কিছু করিতেও হবে।
গণায়ে দেখিব কাল, শুভদিন কবে।"
কথা কন, ভয়ে ভয়ে আড়ে আড়ে চান।
ছোট বউ দেখে পাছে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥
ভাব দেখে বড় ব্যথা পেলেম অন্তরে!
আহা!" একি ভয়! যেন চোরে চুরি করে॥
হেন কালে হাবা ছেলে, ডোক দিয়ে হেসে।
ঝাঁপায়ে ঝুঁকিয়ে তাঁর কোলে যেতে এসে॥

এ মায়া কাটানো বড় ছোট কথা নয়।
হাত পেতে কোলে নিতে গেলেন তনয়॥
সবে মাত্র ছুঁয়েছেন দুহাতে বাছায়।
অমনি টনক নড়ে লীলার মাথায়॥
রাগেতে পাকল আঁখি, ঘন ঘন ঘোরে।
ছুটে এলো ছোট বউ ঝাঁটা হাতে কোরে॥
এলো চুলে চূড়ো বাঁধা, এলো খেলো বাস।
আধখানা বুক খোলা, সঘনে নিশ্বাস॥
হাত নেড়ে, গলা ছেড়ে, তেড়ে ফুঁড়ে কয়।
যা কখনো শুনি নাই, শুনিবার নয়!!

* * * * *

ওরে ভেকো! কালামুখো! সব গেছে জানা।
তোরা বুঝি ভেবেছিস্ লীলাবতী কাণা?
কাণা নই, কালা নই, জানিস্ জানিস্!
বিশ ঝাঁটা বসাইয়ে, ঝেড়ে দিব বিষ!!
বড় মাগ্, বড় ছেলে, বড় ভালবাসা!
বাসাতে আগুন দিয়ে পুড়াইব আশা!!
চিনিতে পারোনি মোরে, চিনিবে এখন!
এ মেয়ে কেমন মেয়ে, জানিবে তখন!!
পুড়িবে ঘুঘুর বাসা, দেখিবে যখন!
এ মেয়ে কেমন মেয়ে, চিনিবে তখন!!

অন্নপরাশন হবে, বড়ই সোয়াগ !
ভেবেছ আমার ধনে বসাইবে ভাগ !!
তা হবে না, লীলা বড় ধড়ীবাজ মেয়ে !
তুফানে ভাসিয়ে যাবে, হাবু ডুবু খেয়ে !!
ভাত দিতে হয় যদি, দাও গে তুজনে।
খুব টাকা ঢেলে দাও, যত আছে মনে॥
এর বেলা টাকা হয়, ছালায় ছালায়।
আমাকে দেবার বেলা উড়েপুড়ে যায়॥
যত বলি, তত আরো, পেকে উঠি রাগে !
দেখাব এখন মজা. ঘরে চলো আগে !!
ঘটা করে ভাত দেবে, ভাত খাবে ছেলে !
ভাত দেবে, ছাই দেবে, নুড়ো দেবে জ্বেলে !!
কোলে কোরে নিতে ছেলে, পেতেছেন কোল !
এখুনি মরুক ছেলে, হরি হরি বোল !!
বেহায়া মেগের ভেড়ো, ভোমা বে আক্কেলে !
নজ্জা কি হলোনা কিছু, কোলে নিতে ছেলে ?
ফ্যাল্ ছেলে, কালামুখো ! ফ্যাল্ ছেলে ফ্যাল্ !
থতমত খেয়ে পতি, চান ফ্যাল্ ফ্যাল্ !!
ভ্যাবাচ্যাকা, হতভোম্বা, ছেলে ছেড়ে দিয়ে।
রহিলা চোরের মত, পাশে দাঁড়াইয়ে॥
ভয়েতে কাঁপিল বক্ষ, চক্ষে এলো জল।
মুখেতে নাহিক বাক্য, রসনা বিকল॥

গালেতে মারিয়া ঠোনা, গর্জ্জিল বাঘিনী।
দুহাতে আবরি নেত্র কাঁদিলেন তিনি॥
আমিতো এখানে নেই, কই আমি কই?
কি দেখিতে কি দেখেছ, আমি তো এ নই?"
হুতাশে তরাসে শেষে এই কথা ফুটে।
হেঁট মুখে মাথা গুঁজে পালালেন ছুটে॥
ভাবিলাম হলো ভাল, থেমে গেল ঝড়।
কে জানে আমার ঘাড়ে পড়িবে কামড়॥
রুকে এসে মুখে যেন ছাঁকা দিতে চায়।।
দাঁত খিচাইয়ে লীলা, কহিল আমায়॥
"ও আবাগী বেটা খাগী। বড় দেখি জোর।
চুপি চুপি পরামর্শে, কেনা বুঝি তোর?
উড়ে এসে জুড়ে বোসে এত অহঙ্কার?
আর মাগী হতভাগী। হবে ভাগীদার?
সব ভাগ বুঝি ও মা। এত নই হাবা।
মনে মনে মতলব, তা হবেনা বাবা॥
বিঙ্গীপনা পেয়েছিস ছেলে বিয়াইয়া।
এখুনি মরুক্ ছেলে, নাচি ধিয়া ধিয়া॥
লাগায়ে ছেলের লাড়, দশ হাত বুক।
ভাবেনা জানেনা যেন, সংসারের দুখ॥
টাকা কড়ী কিছু নাই, পুঁজি পুঁজি ধার।
ছারখার কোরে দিলি, সোণার সংসার॥

গেরেস্তের আয় পয়, কিছু দেখা নাই।
নিজের হলেই হলো, এত বড় খাঁই ॥
ভেকা বোকা নাক শোঁকা, তারে পেয়েছিস্।
ভুজঙ্ ভাজাঙ্ দিয়ে, রাজী কোরেছিস্ !!
বুঝি লো ফিকির ফন্দী, ন্যাকা আমি নই।
না যদি ভাসাই তোরে, বৃথা কথা কই !!
জাঁকায়ে ছেলের ভাত, দেবে সাদে সাদে।
জন্মশোধ ভাত দেব, যমরার খাদে !!
দেরে মোরে ছেলে দেরে, দেরে দেরে দেরে !
পাঠাই যমের বাড়ী, এক নাথী মেরে !!
এইরূপে গালি দিয়ে, সাধ পূরাইয়ে।
নাচিতে লাগিল যেন, ঝাঁটা ঘুরাইয়ে !!
লাফ ছাড়ে ঝাঁপ ঝাড়ে, পাড়ে হাঁকাহাঁকি।
কোঁদল জানিনি আমি, মুখ বুজে থাকি ॥
শেষে বড় জ্বালা হলো, না পেরে সহিতে।
ধীরে ধীরে কহিলাম, নারিনু রহিতে ॥
" ক্ষমা দে লো লীলাবতি! ঢের হইয়াছে!
আমার পাষাণ প্রাণে ঢের সইয়াছে !!
আমারেই বল দিদি! যাহা ইচ্ছে হয়।
বাছারে পাড়িছ গালি, প্রাণে নাহি সয় !!
অবোলা দুধের বালা, কি করেছে দোষ!
তারে কেন গালাগালি, কেন এত রোষ?

পতিকে মারিলে ঠোনা, করিলে দুর্গতি !
এত কি করিতে আছে, গুরুলোক পতি ॥
সবে আমি কটী কথা কয়েছি কাতরে।
অমনি এয়েছে তেড়ে, চুড়ো উবু কোরে !!
রক্তমুখী বাঘিনীরে দেখে লাগে ভয়।
নথ নেড়ে ডাক ছেড়ে, গালি দিয়ে কয় ॥
ঝাঁটাখাকী কথা কোস্, পোড়ামুখ নেড়ে !
ঝাঁটামেরে একেবারে দিব বিষ ঝেড়ে !!
আ মলো ছেলের তেজে এতখানি জারী ?
রোস্ রোস্ ছেলেখাকী ? তোর দফা সারি !!
এখুনি মরুক ছেলে, বাবা সত্যপীর !
কালি চড়াইব শিন্নী চিনি কলা ক্ষীর !!
হে মা কালী ! নিত্য নিত্য কত রক্ত খাও।
মাথা কুটে রক্ত দিব, ছেলেটাকে নাও ॥
ওমা দেবী ওলাবিবি ! দয়া কর দান !
আবাগীর ছেলেটার রক্ত কর পান !!
ধড়্ ফড়্ কোরে ওটা, মরুক মরুক !
রাতারাতি ওলাউঠা ধরুক ধরুক !
ওগো বাবা পঞ্চানন্দ ! দোহাই তোমার !
থানে থেকে কাণে শোনো, মিনতি আমার !!
ঝাটো এসে ছেলেটার ভেঙে ফেলো ঘাড় !
হতভাগী আবাগীর, ভেঙে যাক্ দাড় !!

ভাল কোরে পূজো দিব, চাঁপা কলা দিয়ে।
মানুতি করিনু আমি, আঙুল কামড়িয়ে।
এইরূপে গালি দিয়ে, চুড়ো খসাইয়ে।
আমার দুহাতে দুই ঝাঁটা কশাইয়ে॥
ঝুটোপুটী ঝমাঝম ঝাড়িয়ে ঝঙ্কার।
ছুটে গেল ছোট বউ, ঝড়ের আকার॥
থেমে গেল হুলুস্থুল কমে গেল গোল।
চিলিবিলি রবে ছেলে কেঁদে উতরোল॥
আছাড়ি পিছাড়ি খায় কোঁচায়ে কাঁদায়।
জ্ঞান হয় যেন বাবা, দম আটকায়॥
মাই দিলে ছুড়ে ফেলে, সেই টুকু ছেলে।
কোলে থেকে উলে পড়ে, মাথা ফেলে ঢেলে॥
দেখে শুনে ভয়ে মোর উড়িল পরাণ।
কি করিব কি হইবে, ভেবেই অজ্ঞান॥
ষাট্ ষাট্ বোলে শিরে দিনু গঙ্গাজল।
গায়ে পায়ে ঢাকা দিয়ে রাখিনু আঁচল॥
রাখে কি তা? দুপে দাপে দূরে ফেলে টেনে।
জিতে গেল ছেলে, আমি হগেনু হারি মেনে॥
রাখিতে নারিনু চেপে নয়নের জল।
কান্না বই আমাদের কি আছে সম্বল॥
চাহিয়ে আকাশ পানে সজল লোচনে।
ডাকিনু দেবতাকুলে, কাতর বচনে॥

হে মা ষষ্ঠি! কৃপাদৃষ্টি, কর মা দাসীরে।
পদছায়া দান কর, বালকের শিরে॥
তোমারি দিয়ত নিধি, তোমারি এ ধন।
সতিনী নাগিনী এসে, করেছে দংশন॥
দয়া কোরে শান্ত কর, দোহাই দোহাই।
বাছার মুছায়ে দাও আপদ বালাই॥
পদ্মহস্ত বুলাইয়ে, কর মা শীতল।
দয়াবতী হও মা গো! দাও শান্তিজল॥
ইন্দ্র চন্দ্র বিধি বিষ্ণু, বিভু মহেশ্বর।
অরুণ বরুণ বায়ু, নাগ নাগেশ্বর।
দিনপতি ধনপতি গণপতিগণ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর সিদ্ধ, হুত হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশ কোটি, হও গো সদয়॥
বড় ভয় পাইয়াছি, দাও গো অভয়॥
অজানিত দেবদেবী যে যেখানে থাক।
অভাগীর ছেলেটীকে বাঁচাইয়ে রাখ॥
সকল দেবতাগণে নতি করিলাম।
জোড় হাতে দীননাথে পুন স্মরিলাম॥
"কোথা হে করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু হরি!
যুড়ি হাত, গোপীনাথ! প্রাণিপাত করি॥
সকলে তোমারে বলে কাঙালের গতি।
বড় কাঙালিনী আমি, ওহে যদুপতি।

কাতরে করুণা কর করুণানিধান।
কৃপা করি, ছেলেটীর রক্ষা কর প্রাণ॥
পড়েছি বিপদ ঘোরে, অনাথিনী নারী।
এ বিপত্তে রক্ষা কর, বিপত্ত কাণ্ডারী॥ ”
নতি করি শ্রীপতিরে ভূমি লুটাইয়ে।
করপুটে স্তুতি করি, আশা ফুটাইয়ে॥
লক্ষ্মী সরস্বতীপদে করি নমস্কার।
দুখহরা দুর্গানাম জপি শতবার॥
ভাবিয়া সভয় মনে অভয় চরণ।
অভয়ার শ্রীচরণে নিলেম শরণ॥
“ বিমলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি।
ফন্দীজালে বন্দী মা গো! জগত বন্দিনি!!
হের মা করুণাময়ি! করুণা নয়নে!
ছেলেটীরে রাখো মাগো, কমল চরণে!!
কাতরে ডাকে মা তোমা, কাতরা কিঙ্করী।
করুণাকটাক্ষে কৃপা, কর মা শঙ্করী!!
সতিনী সাপিনী শাসে, নাশে হলাহলে।
কৃপাময়ি! কৃপা করি, রাখো পদতলে!!
দয়াময়ি! দয়া কর, দুখিনী দাসীরে।
ভাসে মা সাপের ত্রাসে, নিরাশার নীরে॥
ভবানী ভবেশরাণি, ভবভয় হরা।
হর মা অরির ডর, হর মনোহরা!!

রক্ষ রক্ষ রক্ষ মাগো ! মোক্ষ প্রদায়িনী !
শঙ্কিত বিপক্ষভয়ে অশঙ্কদায়িনী !
অসুরে করিয়ে নাশ, রক্ষিয়াছ সুরে।
রক্ষা কর দাক্ষায়ণি ! দাসীর শিশুরে ॥
কাতরে তোমারে ডাকে বিমলাসুন্দরী।
শিশুটীরে কৃপা কর, ত্রিপুরাসুন্দরী॥
সতিনীর গর্ব্ব যেন, সর্ব্বনাশা ফণি।
খর্ব্ব কর জগদম্বে ! হেরম্বজননি ॥
হুতাশে কাঁপিছে দাসী, শুনে গালাগালি।
কালীরূপে বরাভয় দেহ রক্ষাকালি !!
তারারূপে বরাভয় দেমা ওমা তারা।
বাঁচাইয়ে দেগা তার নয়নের তারা ॥
ষোড়শীরূপেতে মায়া ! মায়া পেতে বসি।
দাসীরে আশীষ কর, ভবেশী ষোড়শি !!
ভুবনজননী শিবে ! ভবে কর্ণধার !
কর মা ভুবনেশ্বরি ! দাসীরে উদ্ধার !!
ভৈরবী ভৈরবজায়া, নতি তুয়া পদে !
তারো মা ভৈরবীদেবী ! ভৈরব বিপদে !!
ছিন্নমস্তারূপে ভীমা, লীলাবিহারিণী।
দাসীর শিশুরে দয়া কর নিস্তারিণি !!
বড় ভয় দেখাইয়ে গেছে লীলাবতী।
সভয়ে অভয় কর, ওমা ধূমাবতী !!

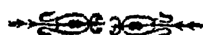
বগলারূপেতে উমা, উরি মহীতলে।
দাসীরে চরণছায়া দেহ মা বগলে !!
মাতঙ্গীরূপেতে চণ্ডি ! কর কৃপা দান।
আতঙ্গে মরি মাতঙ্গি ! কর পরিত্রাণ !!
কমলা কমলাসনা, কমল বদনি !
চরণকমলে স্থান, দে মা ত্রিনয়নি !!
দশবিদ্যারূপে বিদ্যে ! দেহ পদছায়া।
মায়া বিকাসিয়ে দয়া কর মহামায়া !!
দুর্গমে পড়িয়ে দুর্গে ! ডাকে মা বিমলা।
কর মা মঙ্গল তার অখিল মঙ্গলা !!
বিমলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি !
তোমা বিনে কে তারিবে, শিবসীমন্তিনি !!
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মা গো, রক্ষ এ দাসীরে।
রক্ষারেণু রেখে দাও, শিশুটীর শিরে ॥"

এ কি দেখি চমৎকার ! মায়া চমৎকার !
এত কান্না কেঁদেছিল, কান্না নাহি আর !!
ক্ষান্ত দিয়ে, শান্ত হয়ে, কতক্ষণ রয়ে।
ঘুমায়ে পড়িল ছেলে, ন্যাতাক্যাতা হয়ে ॥
ধীরি ধীরি কোলে থেকে নীচে নামাইয়ে।
শুয়াইয়ে রাখিলাম, বিছানা পাতিয়ে ॥
অকাতরে ঘুমাইল, দেখিনু যখন।
টিপি টিপি পা টিপিয়ে, উঠিনু তখন ॥

প্রদীপের শীষ ঘোষে দিলেম কপালে।
বাতাস দিলেম ধীরে, মা ষষ্ঠীর ভালে॥
গঙ্গাজল ছিটাইয়ে, স্তুতি গাইলাম।
ঘুমন্ত ছেলের মুখে চুমো খাইলাম॥
ধীরি ধীরি টিপি টিপি পাশে বসিলাম।
প্রেমানন্দে নয়নের নীরে ভাসিলাম॥
নীরবে বিরলে বোসে, কত কাঁদিলাম।
পাষাণেতে বাঁধা বুক আরো বাঁধিলাম॥
বাছনির ছনি মুখে চেয়ে রহিলাম।
নিরাশে নিশ্বাস ছেড়ে, ত্রাসে কহিলাম॥
না রে বাপু! আর নয়, ভাতে কাজ নাই!
অমনি থাকুক বেঁচে, ঘুচুক বালাই!!

ইতি তৃতীয় কল্প।

চতুর্থ কল্প।



আমার সতীন পো।

হলো না ছেলের ভাত, হয়েছি হতাশ।
মরমেতে মোরে আছি, না করি প্রকাশ॥
প্রবোধ দিয়েছি এঁটে, সুবোধ অন্তরে।
শুধু বেঁচে থাক্ বাছা, দেবতার বরে॥
কাদী বাদী সকলের ধরে না আহ্লাদ।
আমি ভাবি হলো ভাল, সাধে হলো বাদ॥
হোতে হোতে শুনিলাম, উল্লাস আভাস।
লীলাবতী গর্ভবতী তিন চারি মাস॥
অরুচি অম্বলে রুচি, সদা উঠে হাই।
বসিলে উঠিতে নারে, গায়ে শক্তি নাই॥
গায়ে মেয়ে দেখা দেছে, কালো কালো শির
ভেলা ধোরে পয়োধরে দেখা দেছে ক্ষীর॥
বোসে বোসে ঢুলে পড়ে, খালি ঘুম পায়।
আঁচল পাতিয়ে ভূমে, সুখে নিদ্রা যায়॥
নয় মাসে সাধ হলো, ঘটাঘটি করি।
সাধ খেলে, দামী দামী অলঙ্কার পরি॥

পাড়াপ্রতিবাসী সবে, করি নিমন্ত্রণ।
অন্নবস্ত্র দিয়ে সাধ, করালে ভোজন॥
আমি বা কি দিব ভাবি, কিবা কোথা পাই।
ছ টাকাতে একখানি কিনিনু ঢাকাই॥
কিনিনু আড়াই সের সন্দেশ মিঠাই।
সাজাইয়ে পাঠাইনু মল্লিকার * ঠাঁই॥
কে দিলে কে দিলে বোলে গোল পাকাইল।
বড় বউ দিয়েছেন, মল্লিকা কহিল॥
অমনি হুঙ্কার ছেড়ে, অনল মূরতি।
মানবতী লীলাবতী ক্রোধে কম্পবতী॥
ছড়ায়ে ফেলিয়ে দিল সন্দেশ মিঠাই।
করিল কাপড়খানি ছিঁড়ে পাঁই পাঁই॥
বালিকা মল্লিকা কেঁদে কহিল আমায়।
নীরবে কাঁদিনু আমি, মনের ঘৃণায়॥
ভাবিলাম সংসারের শান্তি হলো সায়।
কি ছিল কি হয়ে গেল, হায় হায় হায়!!
দশ মাস পূর্ণ হোলে, সতিনী আমার।
শুভক্ষণে প্রসবিল সুন্দর কুমার॥
আঁতুড় করিল আলো রূপের ছটায়।
নিরখিয়ে বিপক্ষেরা মুখ তুলে চায়॥

* পাড়ার এক গয়লা বৌ

শুয়েছে আঁতুড়ে ছেলে, জননীর কোলে।
সোণামণি কোলে যেন, সোণাচাঁদ দোলে ॥
তা আর হবে না হ্যাঁগা ! এ কি বড় কথা।
সোণার খনিতে সোণা ঝক্‌মকে যথা ॥
মা যার রূপসী শশী, জিনি বিদ্যাধরী ।
সে ছেলে সুন্দর হবে, এ কি বড় ধরি ॥
জগধাত্রী সম রূপে রূপসী যে নারী ?
তার পেটে চাঁদ হবে, এ কি কথা ভারী ?
ভাসিনু আনন্দনীরে হেরিনু কৌতুকে ।
আমারে হেরিয়ে লীলা রহে বাঁকা মুখে ॥
রহিল রহিল থাক্, আমার কি তায় ?
হাসিয়ে দাঁড়ায়ে আমি, হেরিনু বাছায় ॥
প্রতিবাসী যারা সবে তথা এসেছিল ।
আমাদের ভাবভঙ্গী দাঁড়ায়ে দেখিল ॥
কেহ বা বিরস কেহ সরস অন্তরে ।
আমারে বাহবা দিয়ে চোলে গেল ঘরে ॥
পতি এসে দেখিলেন, নব পুত্রমুখ ।
কারে কব কতখানি উপজিল সুখ ॥
পাঁচুটে ষেটেরা পূজা আটকৌড়ে সারি ।
ষষ্ঠী পূজা আচরিয়ে ছুঁয়ে বহ্নি বারি ॥
আঁতুড় ভাঙিয়ে উঠে হরিষ অন্তরে ।
পুত্রবতী লীলাবতী প্রবেশিল ঘরে ॥

দিনে দিনে বাড়ে শিশু নব শশধর॥
হাসে কাঁদে খেলা করে দোলার উপর॥
কোলে কোলে বুলে সদা কেহ না উলায়।
বড় কান্না নিলে পরে শোয়ায় দোলায়॥
এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ মাস হয়।
দিনে দিনে বাড়ে রূপ, অতি তেজোময়॥
এক দিন লীলাবতী, ঘুম পাড়াইয়ে।
পদ্মাবতী স্নানে গেছে, দোলে শুয়াইয়ে॥
হয়েছে অনেক বেলা, খিদে পাইয়াছে।
কাঁদিয়ে উঠেছে ছেলে, ঘুম ভাঙিয়াছে॥
মাথা চেলে দোলা থেকে পোড়ে যেতে চায়।
কেবা ধরে, কে বা রাখে, কেবল চেঁচায়॥
পতি এসে কাছে বোসে, দোল দেন দোলা।
তাতে কি সে ছেলে ভোলে, দেয় বুক তোলা॥
তাড়াতাড়ি আমি গিয়ে, কোলে কোরে নিয়ে।
বসিলাম বুকে কোরে, মুখে মাই দিয়ে॥
"কেঁদো নারে যাদুমণি! মা আসিছে ওই।
শান্ত হয়ে মাই খাও, আমিও মা হই॥"
কথা শুনে চুপ্ কোরে, মুখপানে চেয়ে।
দাপু ডুপু খেলা খেলে, মাই খেয়ে খেয়ে॥
হাঁটু দোলা দিয়ে দিয়ে, কাণ চাপ্ড়াই।
পুলকে সে চন্দ্রমুখে, লক্ষ চুমো খাই॥

হেনকালে লীলাবতী, স্নান কোরে আসে।
তাহারে দেখিয়ে আমি, কাঁপিনু তরাসে॥
ভিজে বস্ত্রে, ভিজে চুলে, সব কাজ ফেলে।
দেখিল আমার কোলে খেলা করে ছেলে॥
তখনি উঠিল জ্বোলে জ্বলন্ত অঙ্গার।
গালাগালি পাড়ে মোরে, ঝাড়িয়ে ঝঙ্কার।
"ও ডাকিনী! মায়াবিনী! ডাইনী রাক্ষসী!
তুই কেন রয়েছিস্ ছেলে নিয়ে বসি?
খাবি বুঝি ভেবেছিস্, বাছারে আমার?
ঝঁ্যাটা মেরে খেদাইব,রাখে সাধ্য কার?
ঝাঁ্যাটাখাগী, বেটাখাগী, হতভাগী মাগী!
শিখাব জন্মের শোধ, জন্মের আবাগী!!
আমি কভু তোর ছেলে ছুঁতে নিতে যাই?
দম ফেটে মরে যদি, ফিরে কি তাকাই?
তুই কেন ছুঁবি মোর সোণার চাঁদেরে?
ভাঙিব ঢেঁহিলীপনা তিন নাথী মেরে॥
রাখ্ ছেলে কালামুখী! রাখ্ ছেলে রাখ্!
ডাইনী ডাকিনী তোর কেটে নিব নাক!!
সতীর পেটের সতী, সব আমি পারি।
কোন্ বাপে রাখে তোরে আমি যদি মারি?
উঠে যা হারামজাদী! দূর দূর দূর!
নহিলে ঝাঁটার বাড়ী, মাথা হবে চুর!!"

এত কটূত্তর সয়ে, হয়ে নিরুত্তর।
ছেলেটী শুয়ায়ে রেখে, দোলার উপর॥
মুখ বুজে মাথা গুঁজে চোলে আসিলাম।
অভিমানে দু চক্ষের জলে ভাসিলাম॥
তখনো কি থামে লীলা? লাফায় ঝাঁপায়।
খরতরী বিষহরী, মেদিনী কাঁপায়॥
গালি পাড়ে হাঁক ছাড়ে ঝালা ঝাড়ে কত।
বোকে বোকে থেমে গেল, কুকুরের মত॥
আমি ত ঘেন্নায় মরি, কান্না করি সার।
লজ্জা নাই তবু যাই, মরণ আমার!!
কাঁদিয়ে ব্যাকুলী ছেলে, থামাতে গেলেম।
পেলেম মুখের মত, কাঁদিয়ে এলেম!!
এইরূপে কিছুদিন কেটে গেল দুখে।
পতিসনে লীলাবতী রহে মহা সুখে॥
পতি পুত্র তারি সব, তারি ঘরদ্বার।
তারি বশীভূত সবে, তাহারি সংসার॥
আমি শুধু বিরলেতে অশ্রুঝরে কাঁদি।
সর্ব্বময়ী হয়ে শেষে হয়ে রই বাঁদী॥
যে পথেতে চলে ওরা, সে পথে না যাই।
চোকো চোকি হলে পরে, তরাসে লুকাই॥
চোরের মতন থাকি, কথাটী না কই।
ছেলেটী করিয়ে কোলে, ঘরে শুয়ে রই॥

এই ভাবে দিবানিশা কাটে বিমলার।
বিমলার নিরানন্দ, আনন্দ লীলার ॥
বহুদিন মা বাপের সমাচার নাই।
না জানি কেমন আছে ছোট দুটী ভাই ॥
সাতপাঁচ ভাবি আর ফেলি নেত্রজল।
যে কপাল! ভয় হয়, হৃদয় বিকল ॥
ভেবে কেঁদে শুয়ে বোসে, গত হয় দিন।
যতনে লালিত তনু দিনদিন ক্ষীণ ॥
ছয় মাস পরিপূর্ণ লীলার কুমার।
আয়োজন হইতেছে, ভাত হবে তার ॥
একদিন লীলাবতী বোসে পতি পাশে।
ডেকে ডেকে কথা কয়, থেকে থেকে হাসে ॥
হাত নাড়ে, মুখ নাড়ে, কত যে কি বলে।
কলের পুতুল যেন, নড়ে চড়ে কলে ॥
দেখিয়ে আমার মনে, কি ভাব উদয়।
ফুটিয়ে বলিতে নারি, দমে চাপা রয় ॥
আড়ী পাতা রোগ নাই, তবু যেন মনে।
ইচ্ছা হলো লুকাইয়ে, শুনিগে শ্রবণে ॥
কিসের আহ্লাদ এত, হাসি খুসি ঘটা।
কিসেরি বা পরামর্শো বিজলির ছটা ॥
শুনিতে বাসনা হলো, কেমনে বা শুনি?
টের পেলে খুনোখুনি বাধাবে এখুনি ॥

চুপি চুপি টিপিসাড়ে, ঘরে ঘরে যাই।
চুপি চুপি কপাটের আড়ালে দাঁড়াই॥
অন্ধকারে গা ঢাকিয়ে করিনু শ্রবণ।
কহিতেছে লীলাবতী, অমিয় বচন॥
"শোনো বলি, ওগুলি তো, করিতেই হবে।
না করিলে মনে মনে বড় খেদ রবে॥
পাঁচ নয়, সাত নয়, এক ছেলে সবে।
ঘটাবটি না করিলে, লোকে বা কি কবে?
ছোট বড় সকলের দিব নিমন্ত্রণ।
পরিতোষে, সবাকারে করাব ভোজন॥
তেল খড়া বিলাইতে হবে সব ঠাঁই।
দশমুখে দশ দিকে যশ যেন পাই॥
ঢের কোরে চাল কুটে, নাড়ু করা চাই।
বাপের বাড়ীতে যেন, বিলাইতে পাই॥
জোগাড় করিয়ে রাখ, দিন নাই আর।
সাজো কাটী সাজো মুটী হয়ে ওঠা ভার॥
গহনার তাড়া দাও এই বেলা ধরে।
বড় দুষ্ট পীতম্বরে, বড় দেরী করে॥
বড় সাধ আছে মনে, বলেছি তোমায়।
মুড়িব সোণার চাঁদে, সোণার দানায়॥
মনোসাধে নানা ছাঁদে সাজাব বাছায়।
অষ্ট অঙ্গে ফাঁক যেন না থাকে কোথায়॥

আমাকেও খানকত দিও অলঙ্কার।
বেহালে বেরুলে আমি লজ্জা হবে কার?
ভাল ভাল অলঙ্কার পরি হাতে গায়।
ছেলে কোলে কোরে গিয়ে বসিব সভায়॥
সাজে গোজে হব আমি, রূপে ঝলমল।
সভাতে তোমারি মুখ হইবে উজ্জ্বল॥
বারাণসী শাড়ী পোরে, বাজাইয়ে মল।
সভাশুদ্ধ সকলেরে, করিব পাগল॥
তাই বোলি, বাড়াইতে গরব তোমার।
এই সঙ্গে খানকত গড়াও আমার॥
শুধু সোণা দিয়ে যেন, দিওনাকো ফাঁকি।
তোমার দৌলতে তা তো ঢের পোরে থাকি।
হীরে মুক্ত দিও কিছু, বুকপিট কাণ।
তাক্ লেগে যাবে সবে, বেড়ে যাবে মান॥
নষ্ট হোক্ দুষ্ট হোক্ হোক্ ভায়াঝালা।
বেশ গড়ে পীতম্বরে, হীরেকাটা বালা॥
তাই দিও ভাল দেখে, যেখানে যা সাজে।
ভাল সাজ দিতে হয়, এ সকল কাজে॥
আর দেখ, এক কথা, কৌতুকে প্রকাশি।
নবতের বাদ্যি আমি বড় ভালবাসি॥
টীকারা সানাই বাঁশী বড় মিষ্টি লাগে।
নবত বসাতে হবে দশ দিন আগে॥

কাড়া, ঢোল, জগঝম্প, কাতারে কাতার।
আছেই আছেই ধরা, বলিব কি আর॥
একটী হাসির কথা, শুনিলে হাসিবে।
হাস তো হাসিবে, তবু করিতে হইবে॥
সেদিন বলিয়ে গেছে, ছোট গঙ্গাজল।
আসিবে খোকার ভাতে, পাঁচালী দু দল॥
কথা না রাখিলে তার, মাথাটী রবে না।
পাঁচালী আনিতে হবে, না বলা হবে না॥
মেয়ে পাঁচালীতে নাকি মজা আছে ভারী।
দেখি নি দেখিতে সাধ, না বলিতে নারি॥
ঘরে বোসে দেখে নেবো, পুত্রের দৌলতে।
পাঁচালীতে অনাগত, নাহি কোনমতে॥
এ সব করিতে হবে, না করিলে নয়।
প্রথম ছেলের ভাত, করিতেই হয়॥
এ সব করিলে পরে, নাম হবে তবে।
পূরিবে পদ্মার ধার, ধন্য ধন্য রবে॥
এক ধন্য শত ধন্য, কবে তবে সবে।
না করিলে দশে মাঝে ভারী নিন্দে হবে॥
এক ছি, শতেক ছিক্, দিবে ছিছিক্কার
সবে না আমার প্রাণে সে সব ধিক্কার॥
তাই বলি এই বেলা কর আয়োজন।
সাধের মঙ্গল কাজে ধন্য কর ধন॥"

ষোল কুড়ী পাটা গেয়ে, দিল লীলাবতী।
মাথা হেঁট কোরে সব শুনিলেন পতি॥
শুকাইল মুখখানি চক্ষু ছল ছল।
রসনায় রস নাই, নিসাড় নিচল॥
উত্তর দিলেন শেষে, অনেক ভাবিয়ে।
" অমৃতে অরুচি কার, বল দেখি প্রিয়ে ?
সাধের মঙ্গল কাজে, ঘটাঘটি করি।
আমারো কি ইচ্ছা নাই, হ্যাঁ লো প্রাণেশ্বরি ?
তোমারো যেমন ছেলে, আমারো তেমন।
তোমারো যেমন সাধ আমারো তেমন॥
সব জানি, সব পারি, যা করিতে হয়।
তুমি কি শিখাবে ভাই, শিখাবার নয়॥
তবে কি না তবে কি না, ভেবে দেখ মনে।
কি দায়ে পড়েছি আমি, বত্রিশ বাঁধনে॥
চারি দিকে টানাটানি, চারিদিকে ধার।
জানো সব সতী লক্ষ্মী, কি জানাবো আর ?
বড় অসময় এই, বড় অসময়।
তাই বলি, তাই করি, যাহা রয় সয়॥
কি সময়, এ সময়, পড়েছে আমার।
চক্ষে দেখিতেছ লক্ষ্মী ! সব সাক্ষী তার॥
পৈতে বিয়ে আছে প্রিয়ে। ভাবনা কি তার ?
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর, আমাকে এবার॥ "

শুনি মানিনীর মান হইল প্রবল।
তখনি বদন ভারী, আঁখি ছল ছল ॥
কহিল সজল-নেত্রে, পতিকে সম্ভাষি।
থাক্ তবে, থাক্ ভাত, আমি তবে আসি ॥
জানি আমি মন তব, বুঝি আমি সব।
মুখে শুধু ভালবাসা, মুখের গৌরব ॥
যে দিকে বুকের টান, সেটা কি জানি না ?
লুকোচুরি খেলো, তা কি বুঝিতে পারিনা ?
লুকায়ে লুকায়ে ছুটে, ছেলে নিতে যাও।
লুকায়ে বড়র পায়ে, ধূলো চেটে খাও ॥
আমারে ছলনা কোরে, বচনে ভুলাও।
সব জানি, যত তুমি, চাতুরী ফলাও ॥
সব দিকে দেখি আমি, মিটিতেছে সাধ।
আমারি ছেলের ভাতে যত বিসম্বাদ ॥
না পারো, দিওনা ভাত, দিয়ে কাজ নাই।
সুখে থাকো তুমি, আমি বাপঘরে যাই ॥”
অমনি উঠিল ঝেড়ে, ছেলে কোলে কোরে।
[illegible] কোরে চলে যায়, এক বস্ত্র পোরে ॥
আতি ব্যস্ত উঠি পতি, আঁখি দুটী ঝোরে।
ফিরালেন বীরাণীরে * হাতে পায়ে ধোরে ॥

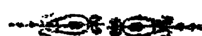
---

*বীরাঙ্গনা।

কহিলেন, বড় কষ্টে, কাষ্ঠহাসি হেসে।
"তামাসাও বুঝিলে না? সব গেল ভেসে
যা বলিলে তাই হবে, খেদ রাখিব না।
কাপুরুষ নহি আমি, চেপে থাকিব না॥"
হরষে ভাসিল লীলা, হাসিল উল্লাসে।
দেখিলাম দাঁড়াইয়ে, দুয়ারের পাশে॥
টিপি টিপি লুকাইয়ে আইলাম ঘরে।
দারুণ দুখের শেল, বাজিল অন্তরে॥
দেখে শুনে, ভেবে গুণে ফেলিনু নিশ্বাস।
ভাবিলাম, এই বারে হলো সর্ব্বনাশ॥
তাই হলো, ঘটাঘটি, সাঙ্গ হলো ত ।
বাড়ীখানি বিকাইল, হলো কিস্তীমাত॥
এমনি হইয়ে গেল, দিন চলা ভার।
মজিল মজিল হায়! মজিল সংসার॥

ইতি চতুর্থ কল্প।

পঞ্চম কল্প।



আমার সই।

ভাত হলো কুমারের, সপ্তমে কুমার।
রাশিতে উঠিল নাম বিলাসকুমার॥
না দেখিনু কিসে কত হলো ঘটা ঘোর।
ঘরে বোসে রহিলাম, ঠিক যেন চোর॥
মুখের কথার পাত্রী হলোনা বিমলা।
[illegible] মানবতী, বিষম প্রবলা॥
পতিকে না দেখা পাই, কারে বা কি বলি।
কোথায় থাকেন তিনি, কোথা যান চলি॥
মহাজনে চারি দিকে তাড়া খোঁচা করে।
অপমান ভয়ে দিনে না রহেন ঘরে॥
কাজেই অদেখা রন, দেখিতে না পাই।
পেলেই বা কি হইবে, সে তিনি তো নাই॥
কতখানা ভাবি মনে ভাসি নেত্রজলে।
কথার দোসর নাই, কচি ছেলে কোলে॥
বাপের বাড়ীর কড়ী ছিল মম হাতে।
গেছে যাচ্ছে ছাঁর মার চোলে যায় তাতে॥

লীলাবতী আগে কিছু, রেখেছিল হাতে।
যৌতুক পেয়েছে কিছু, বিলাসের ভাতে॥
তাহাতেই যোগেযাগে চালাইছে দিন।
তত আর তেজ নাই, বদন মলিন॥
এত যে প্রখরা, তবু মুখ দেখে তার।
দুঃখের উপরে দুঃখ বাড়িল আমার॥
নানা চিন্তা এক ঠাঁই, হয়ে একত্তর।
জ্বালাতে লাগিল মম তাপিত অন্তর॥
এক দিন আচম্বিতে সুদিন উদয়।
মেঘাচ্ছন্ন আকাশেতে শশীর উদয়॥
কোনে বউ রূপে যবে, বিবাহের পর।
নতুন এলেম আমি, শ্বশুরের ঘর॥
কত মেয়ে জড় হলো দেখিতে আমায়।
হয়ে থাকে চিরদিন, সব জায়গায়॥
তার মাঝে এক মেয়ে খেলিবার আশে।
এক দিন দেখে গিয়ে, রোজরোজ আসে
সমান বয়েস তার, সরল স্বভাব।
ক্রমে ক্রমে হয়ে এলো গলাগলা ভাব॥
সুবাদে ননদ হয়, দেখিতে সুন্দরী।
কেমন সুন্দর নাম, শারদাসুন্দরী॥
পেলেম সঙ্গিনী ঠিক মনের মতন।
আমারো যেমন মন, তাহারো তেমন॥

থাকিতে থাকিতে ক্রমে, মজে গেল মন।
হলেম মাণিকজোড় পাখীর মতন।
এক দণ্ড দুজনেতে ছাড়া ছাড়ি নাই।
সারাদিন মুখোমুখী থাকি এক ঠাঁই॥
এক ঠাঁই লেখাপড়া শিখেছি দুজনে।
এক ঠাঁই থাকিয়াছি শাস্ত্র আলাপনে॥
কি আমোদে থাকিতাম কারে আর কই।
গঙ্গাজল হাতে নিয়ে, পাতালেম সই॥
সেই সই আসিতেছে, দূরে দেখিলাম।
এত দুখে আঁখিসুখে, সুখী হইলাম॥
ক বছর ছিল সই, শ্বশুরের ঘরে।
বাড়ী আসিয়াছে সবে বহুদিন পরে॥
দেখিতে আসিছে মোরে, সোহাগের টানে।
কি দুখে রয়েছি, আহা! কিছু নাহি জানে॥
ঝমর ঝমর করি, ঠমকে ঠমকে।
আসিতেছে থামিতেছে, থমকে থমকে॥
পান খেয়ে ঠোঁট দুটী করিয়াছে লাল।
সেই আগেকার মত, ফুলো ফুলো গাল॥
সেই আগেকার মত, নাদুর নুদুর।
ভালে সিঁদূরের ফোঁটা, সিঁতেতে সিঁদূর॥
সেই আগেকার মত, শোভিত অতুল।
বিনাইয়ে পৃষ্ঠদেশে ঝুলায়েছে চুল॥

সেই আগেকার মত ঘন বেণী ঠাসা।
জরীতে জড়ানো ফণি, খসিয়াছে খাসা॥
বেঁটে সেঁটে, গোল গোল, গড়ন নধর।
তাতেই দেখায় বেণী, অমন সুন্দর॥
সেই আগেকার মত, হাসি হাসি মুখ।
এই সব দেখে দেখে বাড়িল কৌতুক॥
সেই আগেকার মত, দুলিছে অলক।
সেই আগেকার মত, নাকেতে নোলক।
নিকটেতে ছুটে গিয়ে, হাতে ধরিলাম।
নয়নের নীরে তারে, সিক্ত করিলাম॥
টেনে এনে বসাইয়ে, চেয়ে রহিলাম।
চেয়ে চেয়ে ফুর্ত্তি পেয়ে, কথা কহিলাম॥

সই! সই! কবে এলি সই?
কত দিন দেখি নাই, কেমন আছিস্ ভাই,
আমারে কি মনে আছে সই?

সই।

অবাক! এমন কথা ভাই!
অবিরত ভাবি মনে, দিবারাতি জাগে মনে,
তোমারে কি ভোলা যায় ভাই?
কাল রেতে আসিয়াছি, প্রাণে প্রাণে ভাল আছি,
তোরে হেরে জুড়াইল মন।

তুমি বল মনে নাই, কথা শুনে মোরে যাই,
তুমি কি গো ভুলিবার ধন ?
যা হোক্ ও কথা থাক্, ও সব তামাসা থাক্,
ভাল তো আছ লো গুণবতি !
বল বল বল সই, শুনে প্রাণে সুখী হই,
ভাল তো আছেন তব পতি ?

আমি।

আর ভাই। ভাল থাকা থাকি !
সব হয়ে বয়ে গেছে, ভাল থাকা ফুরায়েছে,
ছেলেটীরে নিয়ে শুয়ে থাকি ॥

সই।

ছেলে ?—
ছেলে কবে হলো ওলো সই।
কিছু আমি শুনি নাই, কিছু আমি জানি নাই,
ও ছেলেটী কার ? বুঝি ওই ?
এসো যাদু, এসো কোলে, কবে এলে, কবে হলে,
মা বোলে আমারে ডাকো চাঁদ।
এসো যাদু, এসো বুকে, চুমো খাই চন্দ্রমুখে,
ছুঁয়ে কেন পূর্ণিমার চাঁদ ?

আসিয়াছি শুধু হাতে, কি দিব যৌতুক হাতে,
গলা থেকে খুলে হেলে হার।
দোলাই তোমার গলে, পরো বাছা কুতূহলে,
আমি হই সইমা তোমার॥
জুড়ায়ে মায়ের বুক, বেঁচে থাকো শশিমুখ,
চিরজীবী হও যাদুমণি!
আমি রে অভাগ্যবতী, নাহি রে কোন শকতি.
ভাগ্যবতী তোমার জননী॥
হ্যাঁলো সই, কিলো কিলো! তবে ওকি বলিলি লো
কিসে কি অসুখী শশিমুখি।
ঘরণী শ্বশুরঘরে, পতি অতি স্নেহ করে,
তবে তুমি কোন্ দুখে দুখী?
সোণার পুতুলী ছেলে, ভাগ্যফলে কোলে পেলে,
নাশিলে মানস অন্ধকার।
আমি সোহাগিনী হোলে, শশী খেলা করে কোলে,
এর চেয়ে ভাগ্য কিবা আর?
পতি ভালবাসে যারে, সর্ব্বময়ী যে সংসারে,
কাদী বাদী কিছু নাহি যার।
শিশু পূর্ণিমার শশী, হাসে যার কোলে বসি,
বল দেখি, কি অভাব তার?

আমি।

সই লো!—

পতি ফিরে দেখে না আমায়!
ভেঙেছে সুখের বাসা, ততখানি ভালবাসা,
বয়ে গেছে, হয়ে গেছে সায়!!
কিছু নাই, কিছু নাই, পিরীতে পোড়েছে ছাই,
আগু পাছু ভেবে সারা হই।
ভেবে ভেবে তনু কালী, সে গুড়ে পড়েছে বালী,
কারে বলি যে যাতনা সই?
তাই বলি দাগা দেছে, সেদিন ফুরায়ে গেছে,
রয়েছে কেবল পোড়া প্রাণ।
ছেলেটা হয়েছে যেই, ভুলে টুলে থাকি তেই,
তাই ভাই মুস্কিলে আসান॥
মরমে মরিয়ে রই, মর্ম্ম কথা কারে কই,
প্রাণ সই, কত জ্বালা সই!
যে অনলে তনু জ্বলে, শীতল না হয় জলে,
আরো জ্বালা—(বাধা দিল সই॥)

সই।

ও মা!—

তবে তো হতেই পারে বটে!
কাঁচা প্রাণে দাগা দেছে, ভালবাসা ফুরায়েছে,
তবে তো কাজেই দেল্ চটে!!

আমি যদি হইতাম, দম্ ফেটে মরিতাম,
বিরহে কি রহে দেহে প্রাণ!
তুমি ভাই ধন্নি মেয়ে, এত বুক দাবা খেয়ে,
সহিয়ে রহেছ ফুলবাণ !!
তরুণ যৌবন বালা, সহিছ বিরহ জ্বালা,
এ বয়েসে বশে নাই স্বামী!
হাত দুটী বুকে থুয়ে, কত কাঁদো শুয়ে শুয়ে,
আমরি!—(থাপুরি * মারি আমি।)

আমি।

দূর ক্ষেপি!—
হাসালি হাসালি বড় দুখে!
বহু দিন হাসি নাই, হাসালি হাসালি ভাই,
কালা মুখ! লজ্জা নাই মুখে?
যা যখন মনে আসে, গেয়ে ফ্যালো অনায়াসে,
কাঁটা খোঁচা বাধে না বদনে।
সই লো, তোমার ভাই! কোনো গুণে ঘাট নাই,
'মধু ঢালো মধুর বচনে॥
কিন্তু ভাই, সে বিরহে, তোমারে যেমন দহে,
আমারে তেমন নাহি পারে।

* মুখে হাত চাপা দিই।

বিরহে করি না ভয়, এ পরাণে সব সয়,
শুন সই! কহি লো তোমারে॥

না লো সই! তা তো নয়, কখনই নয়।
সে বিরহে বিমলার কিছু নাই ভয়॥
লোকে বলে, তুমি বলো, বিরহ অনল।
আমি বলি সে বিরহ সুবাসিত জল॥
আমাদের কবিদের ঢের লীলাখেলা।
এক খেলা খেলেছেন বিরহের বেলা॥
অপরাধী হই পাছে, এই ভয় করি।
রেগে পাছে শাপ দেন, ভস্ম হয়ে মরি॥
গুরুলোক তাঁরা ভাই, ঋষিলোক তাঁরা।
তাঁহাদের বিরহের, ধরা বাঁধা ধারা॥
তাই দেখে ছড়াদারে, গেঁথে দেছে ছড়া।
ছড়ানো কাদার গাদা, গড়াবি তো গড়া॥
তাই দেখে গায়েনেরা বেঁধে নেছে গান।
রাজ্যিময় ছড়ায়েছে বিরহের বাণ॥
আকাশে উঠিল চাঁদ রজত বরণ।
তাই দেখে বিরহীর নিকট মরণ॥
বহিল দক্ষিণানিল, মলয়শিখরে।
হুতাশে বিরহী হেথা, কেঁপে কেঁপে মরে॥

বিমল সরসীজলে নলিনী ফুটিল।
বিরহীর বুকে বাণ, ছুটিয়ে ফুটিল !!
গুড়্ গুড়্ নাদে মেঘ গরজে গগনে
মহীতলে বিরহীরা মজিল মদনে !!
উচুঁ ডালে পিকবর আরম্ভিল গান।
কুহুরবে বিরহীর জ্বলে করে প্রাণ !!
সলিলে খেলিলে হাঁস, সারস সারসী।
বিরহীর সর্ব্বনাশ, কাঁদে ঘরে বসি !!
ডাহুক ডাহুকী সুখে ভাসিয়ে বেড়ায়।
আঁখিঝরে বিরহীর, বুক ফেটে যায় !!
চাতক ফটিক্জল যাচিলে অম্বরে।
ঘরে মরে বিরহীরা, জরে পঞ্চশরে !!
উপবনে ফোটে ফুল, চারু গন্ধময়।
বিরহীর বুকে যেন বজ্রাঘাত হয় !!
ভ্রমরা গুঞ্জন করে, বসে ফুলে ফুলে।
দম্ ফাটে বিরহীর, কাঁদে ফুলে ফুলে !!
কাপড় কামড় মারে বিরহীর গায় !
চন্দ্রহার, কণ্ঠহার, সাপ হয়ে খায় !!
এ কি ভাই ! ছিষ্টিছাড়া, বিরহের জ্বালা !
না হেসে কি থাকা যায়, শুনে শাস্ত্রপালা ?
আমাদের লোকেদের, নকলে হরিষ।
লোকে বলে বাঙালীরা নকলনবিস !!

যা দেখেন, যা শুনেন, তাই শিখে লন।
পুঁথি পোড়ে শিখেছেন, বিরহ কেমন ॥
শুনেছেন, পোড়েছেন, গেনেছেন সোই।
মনে মনে জেনেছেন, বিরহই ওই !!
আমাদের মেয়েদের, যা শিখাও তাই।
ছড়া, গান, পাঁচালীর অপ্রতুল নাই ॥
কাজেই বিরহ গীত, শিখে নেছে সবে।
কাজীর নজীর আছে, কে না রাজী হবে ?
একি ভাই! তোমাদের বিরহ ব্যাপার!
সত্যি সত্যি, এর হাতে রক্ষা পাওয়া ভার !!
কোথায় আকাশে চাঁদ, কোথা জলধর।
তাতে কেন মানুষের, মাতে কলেবর ?
শীতল বাতাস বয়, বয়ে থাকে বয়।
তাতে কেন মানুষের, হৃদি কম্প হয় ?
সরসী-সলিলে সই, ফোটে পদ্মফুল।
তাতে কেন মানুষের, পরাণ আকুল ?
গাছে বোসে পাখী ডাকে, কুহু কুহু স্বরে।
তাতে কেন মানুষের, প্রাণ হুহু করে ?
জলো পাখী জলে ভাসে, সাঁতারে খেলায়।
তাতে কেন মানুষের, বুক ফেটে যায় ?
ভ্রমরা ঝঙ্কারে করে কাণ ঝালাপালা।
তাতে কেন মানুষের, গায়ে ধরে জ্বালা ?

বুঝিতে পারিনা আমি, বিরহ তুফান।
সাবাসি সাবাসি রে, সাবাসি ফুলবাণ !!
এ বিরহে প্রাণসখি ! দহে না আমায়।
কোটি কোটি দণ্ডবত বিরহের পায় !
এই ডর, পঞ্চ শর করিবে প্রহার
কেন সে মারিবে ? আমি কি করেছি তার ?
জান তুমি প্রিয়সখি ! অন্তর আমার।
জেনে শুনে মিছে কেন লজ্জা দাও আর ?

সই

আরেব্বাস্ !—
জানি লো, জানি লো, জানি সই !
মুখে হারি মানিলাম, এতদিনে জানিলাম,
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য সই !!
ওমা আমি কোথা যাব, ভেসে হাবুডুবু খাব,
কি করিব, জানিনি সাঁতার।
তোমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওটে,
বিচারেতে পেরে ওটা ভার !!
কবিদের কথা নিয়ে আমাদের লজ্জা দিয়ে,
কেন সই টীটিকারী দিলে ?
ছিছি সই, মরি লাজে, অতটা কি বলা সাজে,
লজ্জা দেবে অপরে শুনিলে।।

কাঙালী বাঙালী মেয়ে, আছি পরমুখ চেয়ে,
রাখে লোকে থাবা থুবি দিয়ে।
দাসী হয়ে খাটি খাই, আদার ব্যাপারী ভাই,
কাজ কি জাহাজী কথা নিয়ে?
সত্য বটে আমাদের, লোকেদের, মেয়েদের,
জানা আছে বিরহই ওই।
যদি কিছু শোনে সাড়া, অমনি জাগায় পাড়া,
তা বোলে কি মিছে সব সই?
সুদৃশ্য হেরি নয়নে, সুস্বর শুনি শ্রবণে,
সুখীজনে করি দরশন।
অসুখী যে জন হয়, মনে পড়ে সমুদয়,
হয়ে থাকে মন উচাটন॥
তাই নিরখি অম্বরে, সুধাকরে, জলধরে,
সরোবরে অমল কমল।
জোড়া পাখী সুখে থাকে, তাই দেখে হয়ে থাকে,
বিরহীর পরাণ চঞ্চল॥
তাই কোকিলের গানে, বিরহী ব্যাকুলী প্রাণে,
মলয় বাতাসে পায় ত্রাস।
সুখী জনে ভাগ্যগুণে, এই সব দেখে শুনে,
আশা পূরে বিহরে বিলাস।
আহার বিহার যার, সার ভোগ দুনিয়ার,
কিছু আর নাহি উহা বই।

তাহারি বিরহ হয়, তাহারি তো প্রেমোদয়,
তা কি তুমি জাননাকো সই ?
বেশ কথা ! মানিলাম, সব কথা জানিলাম,
সে বিরহ দহেনা তোমায়।
কোন্ বিরহ অসুখে, আছ তুমি মনোদুখে,
এসো চাঁদ ! বল্ল তো আমায়॥

আমি।

হা রে বিধি !
যে পোড়া দহনে দহে হিয়া !
কি কব তোমারে সই ! না হইলে জলসই,
সে আগুন নিবাব কি দিয়া ?
ষোল উতরিয়ে গেলে, দেখিল হলোনা ছেলে,
পতি পুন করিলেন বিয়া !
পেয়ে সেই সতিনীরে, ভাসিলাম সুখনীরে,
মজিলাম সতীনেরে নিয়া !!

সই।

সতীন ?—
সতীন হয়েছে সই তোর ?
পূর্ণশশী পূর্ণমাসী, গ্রাসিয়াছে রাহু আসি,
দাসীবেশে পশিয়াছে চোর ?

আমি।

হ্যাঁ ভাই! হয়েছে বটে তাই!
সময়ে ঘটেছে তাই, আগে এত জানি নাই,
শেষে বড় দাগা দেছে ভাই !!
রূপসী সতিনী পেয়ে, আনন্দসলিলে নেয়ে,
সতীনেরে কত ভালবাসি।
সতিনীও অনুগত, ভয়ে জড়সড় কত,
মুখে ছিল টিপি টিপি হাসি ॥
তার পর ওলো সই! একেবারে রণজয়ী,
খই খই করে সেই মুখ !!
বয়স হইল যেই, সে মেয়ে তো আর নেই,
ধিঙ্গীপদ, সিঙ্গীপারা বুক !!
পড়িল তাহার পিট, কমলে পশিল কীট,
পতি হলো বশীভূত তার।
ছুতো নতা ছল ধরে, ঝাঁটা মারে, চোঁপা করে,
আমি যেন বিষ দোঁহাকার !!
এই সব কথা বোলে, ভাসিয়ে নয়নজলে,
দিয়ে দিনু সব পরিচয়।
কোঁদলের বজ্রপাত, জাঁকালো ছেলের ভাত,
শুনে সই মানিল বিস্ময় ॥

সই।

আঁ্যা!——

এতদূর হয়েছে প্রলয়?
কল্লা মেয়ে যেটা ধরে, বেটাছেলে তাই করে,
সয়াদাদা এত করে ভয়?
দেখিয়ে মেয়ের ঝাল, কাপড়েতে অসামাল,
এ পুরুষ কাপুরুষ ভাই।
কেনা দাসী ঠোনা মারে, তবু পূজা করে তারে,
ছি ছি ছি ছি। লাজে মোরে যাই।।
মেড়ুয়া বাঁদীর কাছে, ভেড়ুয়া বনিয়ে আছে,
মরণ জীবন তার ঠাঁই।
সর্ব্বস্ব খোয়ালে ভাই। হায়া নাই লজ্জা নাই,
অপদার্থ কোনো সত্ত নাই।।
পেতিনী পেয়েছে তারে, চেপে রাখে চেপে মারে,
দাপটে সাপটে কেটা আর!
আ মরি সোণার শশি! সধবাতে একাদশী,
এ কি দশা করেছে তোমার।।
কালের বিচার নাই, রাজা নাই প্রজা নাই,
জোর যার মুলুক তাহার।
সবাই দেখিতে পাই, ভালোর ভালাই নাই,
কলিকাল করাল ব্যাপার!!

আহা! সই! তোর মত, সোদী এসে কাঁদে কত,
সোদীর হয়েছে এই হাল।
আহা! তার চক্ষুজলে, পাহাড় পর্ব্বত গলে,
কি কাল পড়েছে কলিকাল!!

আমি।

আছে তবে?———
হ্যাঁলা সই। কোন্ সোদী হ্যাঁলা?
আমি বলি আমি পুড়ি, আছে তবে আছে জুড়ী,
আছে তবে ভুসতীনে ম্যালা?
হ্যাঁলা, কোন্ সোদী হ্যাঁলা?

সই।

মনে নেই?——
সেই যে কোদীর বোন্ সোদী।
সেই যে লো ছেলেবেলা, করিয়াছি কত খেলা,
তুমি, আমি, সোদী, আর কোদী॥
মহীন্দ মিত্রের মেয়ে, ন্যাকা ন্যাকা কেঁয়ে কেঁয়ে,
বিশাল বেরাল চক্ষু দুটী।
দাঁতগুলি চেরা চেরা, ডান চক্ষু কিছু টেরা,
হেসে হেসে খায় লুটোপুটী॥

হেসে হেসে নেচেকুঁদে, হাত নেড়ে চক্ষু মুদে,
ধরিত, করিত এক গান।
সেই যে লো, মনে নেই ? সেই যে,কি ভাল, সেই,
" পরের পরাণ তুমি প্রাণ !! "
সেই সোদী পাগলিনী, হয়েছে লো অভাগিনী,
বাঘিনী করেছে তারে গ্রাস।
আহা ! তার সেই গান, হয়ে যেন মূর্ত্তিমান,
"পরের পরাণে" করে বাস !!
আমার শ্বশুর ঘর, তাহার শ্বশুর ঘর,
দুইঘর কাছাকাছী কি না ?
তাই ভাই দেখা পাই, রাত নাই দিন নাই,
কিছু নাই ঝুটোপুটী বিনা !!
সতীন হয়েছে তার, নিশাচরী অবতার,
দেখিলে যমের হয় ভয় !
আড়ে দীর্ঘে সাত হাত, কুলো কাণ, মূলো দাঁত,
নিশ্বাসে আশ্বিনে ঝড় বয় !!
ভাঁটা দুটা চক্ষু লাল, ঝাঁটা হাতে হামেহাল,
খেটে খেটে সোদো নাজেহাল !
মাগী আসে ঝাঁটা তুলে, স্বামী এসে ধরে চুলে,
কি কাল পড়েছে কলি কাল !!
ন্যাকা হাবা গোবেচারা, ঝাঁটা খেয়ে হলো সারা,
সারাদিন খাটে আর কাঁদে।

কুকুরে কাঁদিতে নারে, কাঁদিলে আবার মারে,
হরিণী পড়েছে যেন ফাঁদে ॥
সোদী যদি রা আকাড়ে, বাঘাবাঘী চড়ে ঘাড়ে,
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে সোদী।
অনিবার চক্ষে জল, টুটে আসে বুদ্ধিবল,
বুকে বহে বিষাদের নদী ॥
আহা। তার কান্না শুনে, দহি আমি মনাগুনে,
কি করিব, কিছু হাত নাই।
গালাগালি হাঁকাহাঁকি, শুনে শুনে দোমে থাকি,
ঘরে বোসে কাঁদি আমি ভাই ॥
তাদের বাড়ীর ঝড়ে, কাগ ওড়ে চিল পড়ে,
দিবানিশি রণ হুহুঙ্কার।
কাল সতীনের জ্বালা, সকলেই ঝালাফালা,
সতীনের খুরে নমস্কার ॥

আমি।

আহা সই!
তবে তো সে সোদী বড় দুখী!
আমাহোতে বেশী জ্বলে, দুজনে দুপায়ে দলে,
রেতেদিনে খায় শতমুখী ॥

মা কালীর আশীর্ব্বাদে, আছ তুমি নির্ব্বিবাদে,
তোমার কপাল ভাল ভাই।
আপনার সুখেদুখে, রয়েছ মনের সুখে,
পোড়া সতীনের জ্বালা নাই॥

সই।

ভাল?—

হাঁ ভাই। রয়েছি ভাল ভাই।
থাকো থাকো থাকো সুখে, অমৃত ঝরুক মুখে,
সে পোড়ার হাতে পড়ি নাই॥
মা কালীর আশীর্ব্বাদে, আছি আমি নির্ব্বিবাদে,
আমার কপাল ভাল ভাই।
আপনার সুখে দুখে, রয়েছি মনের সুখে,
পোড়া সতীনের পোড়া নাই॥
নাই বটে। সেটা নাই, তবু কিছু আছে ভাই,
বিনোদ ননদ এক আছে।
সে যে কেলেঙ্কার করে, লাফানি ফোঁফানি ধরে,
সতিনী আঁটে না তার কাছে॥

গালি পাড়ে, লাফ ছাড়ে, বাঘ যেন পড়ে ঘাড়ে,
ভয়ে আমি জড়সড় হই।
নাচুনি কুঁদুনি দেখে, উঁকি মারি থেকে থেকে,
কি করিব, হাড়ী ডোম নই॥
আমারে দেখিলে পরে, রোষভরে ফোঁস করে,
মুখ বুজে আমি সব সই।
বিনাইয়ে নানা ছাঁদে, অভিমানে নাকে কাঁদে,
পায়ে ধোরে সাধি আমি সই॥
তবু করে মুখ বাঁকা, ঠেস্ কাটে পাকা পাকা,
আমি আরো হেসে কথা কই।
হাসি দেখে ছুতো ধরে, বলে ছুঁড়ী ঠাট্টা করে,
একেবারে রণজয়ী জয়ী ॥
উগ্রচণ্ডা বেশ ধোরে, হাত দুটো উঁচু কোরে,
আমারে মারিতে আসে ফিরে।
সত্যি সই, ভুলে গিয়ে, সতীনের মাটী দিয়ে,
বিধাতা গড়েছে ননদীরে !!!

এই ভাবে দুই সই বোসে এক ঠাঁই।
এলো মেলো বকিতেছি, মাথা মুণ্ড ছাই
সংসার জলধিজলে নাহি মিলে থাই।
নাক টিপে মুখ টিপে সয়ে থাকা চাই॥

এ সাগরে ভারী ঢেউ, কেউ সুখী নাই।
কাঁদিয়ে দুঃখের কান্না, বলিতেছি তাই॥
হেনকালে ও মহলে শুনি কলরব।
ডাকাডাকী হাঁকাহাঁকি করে কারা সব॥
শুনিলাম দুই সই, কাণ খাড়া কোরে।
কে যেন জোরের কথা বলে জোরে জোরে॥
উঠিলাম দুইজনে গল্পে ভঙ্গ দিয়ে।
মাঝের দোরের ধারে, উঁকি মারি গিয়ে॥
দেখি কারা তিনজন, হাতে খেঁটে বাড়ী।
রাঙ্গা রাঙ্গা পাগ্‌বাঁধা, ছাঁটা চাঁপ্‌দাড়ী॥
আগু আগু আসিতেছে একটী ব্রাহ্মণ।
মোটা সোটা, বেঁটে খেঁটে, শ্যামল বরণ॥
দিব্বি মহাদেবী ভুঁড়ি, দীর্ঘ ফোঁটা ভালে।
থর থর চলিতেছে, গজপতি চালে॥
কোমরে চাদর বাঁধা, বুকে পাকা চুল।
মাথাটী হয়েছে যেন, কদমের ফুল॥
আসিছেন এই দিকে, হন্ হন্ কোরে।
দেখিয়ে দোরের পাশে দাঁড়ালেম সোরে॥
একজন পাগ্‌বাঁধা, চাঁপ্‌দাড়ী নেড়ে।
চেঁচাইয়ে বলিতেছে, হেঁড়ে গলা ছেড়ে॥

একজন চাপ্‌রাশী বলিতেছেঃ—

"ডিক্রীদার রমাকান্ত চৌধুরী* আপন ডিক্রীজারী সূত্রে প্রতিবাদী রতিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের† এই ভদ্রাসন বাটী খরিদ করিয়াছে, এতাবতা উক্ত রতিকান্ত মজুকুরের জানানা মহলে যে সকল জানানালোক থাকহ, সকলে বাহির হইয়া যাও, উক্ত ডিক্রীদার এই চৌধুরীমজুকুর হুজুরের হুকুমমতে অদ্যকার তারিখে এই বাটী দখল লইবেক।"

এই কথা শুনিয়া আমার সই আমারে পশ্চাতে রাখিয়া সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ যেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শারু!‡ তুমি কেন হেথা?"—শারুও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তুমি কেন হেথা?"

উভয়ে কথাবার্ত্তা হইল। সই তাহার পিতাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিল, পেয়াদারা বাহির বাড়ীতে থাকিল। আমি চৌধুরী মহাশয়ের নাম শুনিয়াছিলাম, বৌমানুষ, তাঁহাদের পাড়ায় কখনো যাই নাই, পাড়াও অনেক দূর, তিনিও আমাদের বাটীর ভিতর একদিনও আসেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে আমি কখনো চক্ষে দেখি নাই। এখন

* ঐ ব্রাহ্মণের নাম।

† আমার স্বামির নাম।

‡ শারদাসুন্দরীর আদুরে নাম শারু।

জানিলাম, তিনি আমার সই-বাপ। তিনিই আমাদের বাড়ীখানি খরিদ করিয়াছেন।

সই আমাদের বাড়ীখানি দখল লইতে পিতাকে অনেক নিষেধ করিল, তিনি কিছুই শুনিলেন না। তাহার পর আমি যখন পায়ে ধরিয়া-কাঁদিলাম, তখন একটু দয়া হইল। কহিলেন, আচ্ছা, দেখ শাঁরু, এই বৌটী তোমার সই, এ সম্পর্কে আমার কন্যা হইলেন; আচ্ছা, ইনি এই বাড়ীতে থাকুন, কিন্তু মাসে মাসে ১০টী করিয়া টাকা দিতে হইবে। কেন না, আমি হাজার টাকা পণ দিয়াছি, তাহার উপর আদালতের খরচা আছে। দশ টাকার কমে আমার সুদ পোষাইবে না। ইহাতে যদি রাজী হন, তবে থাকুন। কিন্তু রতিকান্ত আর তাহার ছোট স্ত্রীকে আমি থাকিতে দিব না, তাহারা থাকিতে পাইবে না। ছোট বৌটী বড় মুখরা, তাঁহাকে আমি এইমাত্র উঠিয়া যাইতে বলিয়া আসিয়াছি।

এই সকল কথা শুনিয়া আমি কাতরস্বরে কহিলাম; পিতা! তাহা হইলে আমার বুকে পাষাণ চাপান হয়। যদি কেহ আশ্রয়তরুর মূল উৎপাটন করে, বলুন দেখি, অসহায়িনী লতা তবে কি আশ্রয় করিয়া বাঁচে? যদি জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীই গৃহে না রহিলেন, বলুন দেখি, তবে আর আমার গৃহধর্ম্মে কাজ কি? আর ছোট বৌ আমার সংসারী, তাহার একটী সুসন্তান হইয়াছে, তাহারা যদি চলিয়া যায়, বলুন দেখি, তবে আর আমি কাহাকে লইয়া সংসারে থাকি? চরণে

ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিতেছি, দশ টাকা খাজনা দিতে আমি রাজী আছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সকলকে ভদ্রাসনে বাস করিতে অনুমতি করুন।,,

চৌধুরী মহাশয় একটু হাসিলেন। একবার সারদাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিলেন। সেই চাউনিতে যেন আমাদের সংসারধর্ম্মের কতক আভাস জানাইল। ছোট বোয়ের সঙ্গে আমার যতখানি সদ্ভাব, পিতার চক্ষু যেন কন্যার চক্ষুকে সেই কথা বলিল। শেষে আমার কথাতেই রাজী হইয়া চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন। আমি এক দায়ে উদ্ধার হইলাম। সই আমারে বাঁচাইল।

এখন আমরা নিজের ভদ্রাসনে পরের প্রজা হইয়া রহিলাম।

বলিলামঃ—

কত কি কপালে আছে, কি কহিতে পারি!
সই! কি কহিতে পারি!
এ ছার জীবনভার, বহিবারে নারি!
আর, বহিবারে নারি!!
ইচ্ছা করে ফণি ধোরে হলাহল খাই!
ভাই! হলাহল খাই!
সকলি তোমারে আমি বলিয়াছি ভাই!
আগে, বলিয়াছি ভাই!!

সই কহিলঃ-

সে কি সই! এ কি কথা! শুনে ভয় পায়!
সই! শুনে ভয় পায়!
ও কথা তোমার মুখে শোভা নাহি পায়!
ভাই! শোভা নাহি পায়!!
কি দুখে হইতে চাও জীবনে নিরাশ?
প্রিয়, জীবনে নিরাশ?
মহেশ মহিষী আশু পূরাবেন আশ!
কালী, পূরাবেন আশ!!
ঘূরিতেছে ভবচক্র, রথচক্রাকার।
ভবে, রথচক্রাকার।
এ দিন কুদিন সই! রবে না তোমার!
কভু, রবে না তোমার!!
নিজে ভাল, মন ভাল, রতনের ডালি।
তুমি, রতনের ডালি।
অবশ্য তোমার ভাল, করিবেন কালী!
কৃপা, করিবেন কালী!!
কালীপদে মতি রাখ, ভেবো না বিমলা!
আর, কেঁদো না বিমলা!
অবশ্য মঙ্গল তব, করিবে মঙ্গলা।
ভাল, করিবে মঙ্গলা!!

বিফল হবে না যাহ। বলিল শারদী।
আজি, বলিল শারদী।
শুকাবে তোমার সই, নয়নের নদী।
দুটী, নয়নের নদী ॥
ফলিবে বিমলা! দেখো, শারদার বাণী।
এই, শারদার বাণী।
অবশ্যই মুখ তুলে চাবেন ভবানী।
ফিরে, চাবেন ভবানী॥
শারদার উপদেশে স্মরি ব্রহ্মময়ী।
আমি, ডাকি ব্রহ্মময়ী।
প্রবোধিয়ে, আশা দিয়ে, চোলে গেল সই।
ঘরে, চোলে গেল সই॥

ইতি পঞ্চম কল্প।

ষষ্ঠ কল্প।



আমার স্বামী।

শারদাসুন্দরী রোজ রোজ আইসে, কত গল্প করে, দেশবিদেশের কথা কয়, শ্বশুরবাড়ীর পরিচয় দেয়, অনেক

রকম গল্পগাছা চলে। মনে অনেক প্রবোধ পাই। লীলাবতী আমারে লক্ষ্য করিয়া একা একা আপনা আপনি মালসাট্ মারে, ঝঙ্কার ঝাড়ে, ঝগ্ড়া করে, সই সেই সকল কাণ্ড দেখিয়া দেখিয়া হাসিতে থাকে, আমার অমরচাঁদকে আদর করে, আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়; তাহার মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া অনেক শীতল হই। এই রকমে মাসেক দুইমাস কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে আমি একাকিনী বসিয়া বসিয়া দুঃখের ভাবনা ভাবিতেছি, পাশে বসিয়া অমরচাঁদ খেলা করিতেছে, আকাশে পাঁচছয় দণ্ড বেলা আছে, পশ্চিম দিকে রাঙা রাঙা মেঘ উঠিয়াছে, ছেলেটী তাহা দেখিয়া আহ্লাদে আমার পিঠে উঠিয়া গলা ধরিয়া গাল টিপিয়া সেই সিঁদূরে মেঘ দেখাইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিতেছে, আমি সে দিকে না চাহিলে কাঁদিয়া আথালী পাথালী খাইতেছে; এমন সময় দেখি, একজন পেয়াদা আমার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া লীলাবতীর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। ছোট বৌ বাহিরে আসিলে স্বামী সজল চক্ষে তাহাকে কহিলেন,

হ্যাদ্দ্যাখো। আমার নামে ওয়ারীণ হয়েছে, ৪০০ টাকার খতের ডিক্রী। এই পেয়াদার হাতে ৪৭৮ টাকা না দিলে আমাকে কয়েদ করিবে। আমার হাতে টাকা নাই, তা তুমি জানো, তোমার হাতে টাকা নাই, তাও আমি জানি, এখন করি কি? ৫।৭ দিনের জন্য যদি তোমার থান-

কত গহনা দাও, তা হোলে সেইগুলি বন্ধক দিয়া এ দায়ে উদ্ধার হই। নইলে আজিই আমাকে কয়েদ হোতে হয়। ৫।৭ দিন পরেই তোমার জিনিস তোমাকে খালাস কোরে দিব।"

গহনার কথা শুনিবামাত্র লীলা তখনি অমনি অগ্নিমুখী হইয়া ঝাঁটা ধরিল। দাঁত খিচাইয়া ঝাঁটা নাচাইতে নাচাইতে এক নতুন রকম স্বর তুলিল।

আ মলো রে! আ মলো রে! নিতে এলো গয়না!
নে না দেখি! নে না দেখি!
নিতে আর হয় না!!

বুঝেছি রে, বুঝেছি রে, বোলে দেছে ময়না!
গালাগালি অগ্নি জ্বালি, তবু শালী দয় না!!
কত আর সবো পোড়া,—প্রাণে আর সয় না!!
আ মলো রে! আ মলো রে! নিতে এলো গয়না!
নে না দেখি! নে না দেখি!
নিতে আর হয় না!!

আরেব্বাস্! আরেব্বাস্! এ বাড়ীতে রয় না
ছিরক্‌কাল খেটে খেটে, এ গতর বয় না!!
কত আর সবো পোড়া,—প্রাণে আর সয় না!!

আ মলো রে! আ মলো রে! নিতে এলো গয়না!
নে না দেখি! নে না দেখি!
নিতে আর হয় না!!



ঝাঁট্যা মারি, নাথী মারি, তবু জারী ক্ষয় না!
বাপঘরে চোলে যাই, এ ভিটেতে রয় না!!
কত আর সবো পোড়াঁ, প্রাণে আর সয়না!!
আ মলো রে! আমলো রে! নিতে এলো গয়না!
নে না দেখি! নে না দেখি!
নিতে আর হয় না!!!

পতিব্রতা এই সকল কথা বলিয়া কপাটে খিল দিল! পেয়াদা বিক্রম করিয়া স্বামির হাত ধরিল, চল্ চল্ বলিয়া ধাক্কা মারিতে লাগিল।

এ কি?

এ কি চোকে দেখা যায় কি হলো আমার।
বহিল নয়নে জল, রহিল না আর।।
ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি, দুটী হাতে ধরি।
পেয়াদারে বলিলাম, লজ্জা পরিহরি॥
'ছেড়ে দেরে পাতিনেড়ে! এত কেন জোর?
টাকা নিবি, চোলে যাবি, জারী কেন তোর?
ছুঁবি কেন, রবি কেন, কেন দিবি ধাকা!
হাত ছাড়্ চাঁপ্ দেড়ে! আমি দিব টাকা।।

তখনি গহনা বন্ধক দিয়া পেয়াদা বিদায় করিলাম। লীলাবতী ও'দিকে গহনার পুঁটুলী বাঁধিয়া ছেলে কোলে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইল। স্বামী তাহাকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর অনুনয়বিনয় করিলেন, আমিও হাতে ধরিয়া টানাটানি করিলাম, কিছুতেই ফিরিল না, গালাগালি দিয়া চলিয়া গেল।

যাঁহারা আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনিতেছেন, তাঁহাদিগকে এইখানে বলিয়া রাখি, মনে রাখিবেন, লীলাবতী কথায় কথায় বাপের বাড়ীর কথা পাড়ে, বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু আমি বেশ জানিয়াছি, তাহার বাপের বাড়ী নাই ;—বাপ মা নাই ;—এক ভাই আছে, বড় দরিদ্র,—একটী বিধবা পিসী আছেন, তিনিও দরিদ্র ;—বিবাহ হইয়া অবধি তাঁহারা একবারও লীলার তত্ত্ব লইতে পারেন নাই। লীলা সেখানে যাইবে না ; রাগভরে একজন প্রতিবাসীর বাড়ীতে গিয়া রহিল। রাগ পড়িয়া গেলে, তাল থামিয়া গেলে, বাড়ী আসিবে।

আমি বহুদিনের পর পতিকে নিরিবিলি পাইয়া গুটীকতক কথা বলিলামঃ—

বোসো দেখি প্রাণেশ্বর ! দোষ নাই তায় !
গোটাকত কথা আমি, সুধাই তোমায় ॥
ফাটে প্রাণ ও বয়ান দেখিতে না পাই।
ফিরেছে কপাল আজি, ছেড়ে দিব নাই ॥

মহাজনে তোমাধনে, জেলে দিতে চায়।
আগে কেন এ বারতা, বলনি আমায় ?
এ কি কভু সওয়া যায়, কাঁপে কলেবর !
মাথায় উঠিতে চায় পায়ের নফর ?
যতদিন বিমলার দেহে রবে প্রাণ।
ততদিন সহিবে না তব অপমান ॥
এক তিল সোণারূপো যতক্ষণ রবে।
ততক্ষণ বেচে কিনে মান রক্ষা হবে ॥
যতক্ষণ যতকিছু হবে জ্ঞাতসার।
ততক্ষণ দাসী হাঁতো হবে উপকার ॥
টাকাকড়ী কোন্ ছার, ছার অলঙ্কার।
বিমলার দেহ প্রাণ, সকলি তোমার ॥
প্রজা হয়ে বাড়ীখানি রেখেছি তোমার।
আর কি করিতে পারি, সাধ্য কি আমার ?
জানি আমি লীলাবতী, পতিব্রতা সতী।
কোঁদলে কোঁদলে বুঝি, ছন্ন হলো মতি ?
কে তোমারে কারাগারে নিয়ে যায় ধোরে !
তুচ্ছ অলঙ্কারতরে খিল দিল দোরে !!
ও মা আমি কোথা যাব ! একি ব্যবহার !
পতি হোতে বড় তার, হলো অলঙ্কার ?
তার পরামর্শো শুনে উলঙ্গ হইয়ে।
দিয়েছ ছেলের ভাত, সব খোয়াইয়ে ॥

আমোদ আহ্লাদ কর, করিতেও হয়।
শুভকর্ম্মে ঘটা হয়, কার ইচ্ছা নয় ?
তা বোলে কি বাজে কাজে ঢালাঢালি করে ?
অলঙ্কার গড়াইলে, রয়ে গেলে ঘরে ॥
নহবতে পাঁচালীতে বিলাইলে যত।
বল দেখি, সাধু পথে গিয়েছে কি তত ?
তুমি বোলে একা নও, দেশ জুড়িয়াছে।
সকলেই এক ক্ষুরে, মাথা মুড়িয়াছে ॥
কামিনী সাজাতে যত বাড়ে আকিঞ্চন।
দেবদ্বিজ গুরুপথে থাকে কি তেমন ?
দেবতার শাঁখারুলী পাঁচ হাতী কাচা।
প্রেয়সীর বারাণসী. হীরে মুক্ত সাঁচা ॥
মুখে বল দানধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম হয়।
কাজে কিন্তু দেও তার ভাল পরিচয় ॥
দেনো ঘড়া, দেনো গাড়ু দেনো বস্ত্র যত।
বল দেখি প্রাণেশ্বর. ভাল হয় কত ?
দোকানীরা জানিয়াছে, দানের গৌরব।
ভাঙা. ফুটো. ছ্যাঁদা, জোড়া, চেলে.দেয় সব !!
অচল পিতল কাঁসা, যত ফঙ্গবেনী !
টেনে এনে দানে ফেলে ; বেচে অগ্রদানী !!
দাতার হুকুম আছে, খুব কম. দর !
যতই তালাং হবে, ততই আদর !!

তাঁতিরাও শিখে নেছে, দাম দেখে শুনে!
জালুগালু জেলেকাচা, আনে বুনে বুনে!!
ময়রা ওয়ারা দরে সন্দেশ জোগায়!
আগাতোলা ঘোণ্ডা মোণ্ডা বরাদ্দ পূজায়!!
বড় বড় মোণ্ডাগুলি আগা সরু সরু!
চার কোশ পথে তার, চরে নাকো গরু!!
এমনি আসল কাজে, সব ফক্কিকার!
বাজে কাজে হুড়োহুড়ি আড়ম্বর সার!!
তুমিও করেছ তাই, মেয়ের কথায়।
সর্ব্বস্ব দিয়েছ জলে! হায় হায় হায়!!
যা বল যা কও তুমি, জেনেছি নিশ্চয়।
আদরিণী ছোট বোর মন ভাল নয়॥
জান কি না জান তুমি, কে বলিতে পারে।
বিলাসকুমার এসে, মা বলে আমারে॥
মার কাছে থাকে নাকো, ছুটে ছুটে আসে।
থাকিতে আমার কাছে, বড় ভালবাসে॥
খেতে দিই, কোলে করি, না দেখাই ভয়।
কাজেই ছেলের জাত বশীভূত হয়॥
আমারো সমান ভাব, সমান যতন।
যেমন অমরচাঁদ, বিলাস তেমন॥
আদরের হাসি হাসে, খুসী হয় মনে।
হেসে হেসে খেলা করে, অমরের সনে॥

বেলা হয়, খিদে পায়, ডাকিলে উল্লাস।
ছুটে এসে কোলে ওঠে, অমর বিলাস॥
চুম্ব দিয়ে কোলে নিয়ে, বদন মুছাই।
দুধ, সর, চিনি, কলা, দুটীকে খাওয়াই॥
দূরে থেকে দেখে লীলা, ফোঁস্ ফোঁস্ করে।
গলা উচুঁ করে যেন, সাপে ডঙ্ক ধরে॥
টুটিছে সাবেক তেজ, ফুটিতে না পারে।
মনে মনে ইচ্ছাখানা, চোরা মার্ মারে॥
বলিতে রোমাঞ্চ হয়, কেঁপে মোরে যাই!
সাধ্বী সতী লীলাবতী কোরেছিল তাই!!
ক্ষীরে মিশাইয়ে বিষ, নাড়ু পাকাইয়ে।
বেশ কোরে তার গায়ে, চিনি মাখাইয়ে॥
কুণো বেরালের মত, ছলি পেতে পেতে।
লুকায়ে অমরচাঁদে দিয়েছিল খেতে॥
কেমন ধর্ম্মের কর্ম্ম মূর্ত্তিমান যেন।
কারো মন্দকারী নই, মন্দ হবে কেন?
দৈবী এক ডোম্‌চীল, বোসে ছিল ছাতে।
ছোঁ মেরে পড়িল এসে, বালকের হাতে॥
উড়িয়ে বসিল ছাতে বিষনাড়ু নিয়ে।
ওই গেল! বোলে ছেলে উঠিল কাঁদিয়ে॥
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে, দেখি দুটী হাত।
আঁচুড় ছিঁড়িয়ে দেছে, কোরে রক্তপাত॥

কি হয়েছে যাদুমণি! বাছারে সুধাই।
রক্ত পোড়ে ভেসে গেছে! আহা মোরে যাই !!
তিন বছরের ছেলে, কথা ফুটিয়াছে।
কেঁদে কেঁদে বোলে দিল যা যা ঘটিয়াছে॥
শুনিতেছি দাঁড়াইয়ে, দেখি হেন কালে।
পোড়ে গেল সেই চীল, চিনি ক্ষীর গালে॥
ঘূরে ঘূরে বুলে বুলে, লুটায়ে পড়িল।
যেমন পড়িল ঘূরে, তেমনি মরিল !!
বুঝিনু তখন, লীলা দিয়েছিল বিষ!
বিষ দিয়ে বিনাশিবে এত বড় রিষ !!
তুমি তো থাকো না ঘরে, খবর রাখো না।
যদি কেহ কিছু বলে, গায়েও মাখো না॥
পায়ে ধরি, ঘরে থাকো, যেওনা কোথায়।
টো টো কোরে কেন ফেরো কিবা ফল তায়?
শুনেছি কোথায় তুমি, গুলী খেতে যাও।
কেন আর কাটা ঘায়ে নুন ছিটে দাও॥
কখনো এ সব রোগ, ছিল না তোমার।
এ কুমতি কেন হলো, পরামর্শো কার?
শুনেছি বিষয় গেলে, বুদ্ধি হয় নাশ।
উড়ু উড়ু করে মন, সদাই উদাস॥
তাই বলে, গোছে গাছে, কাটাতে সময়।
নেসা কোরে ভুলে থাকে, অন্য মনে রয়॥

শিখে থাকো ঘরে বোসে অহিফেঁন খাও।
গুলী খেতে যাও যদি, মোর মাথা খাও ॥
এত কথা বলিলাম, ভেসে গেল সব !
হিতে বিপরীত হলো ! হা রাধামাধব !!
লাথী মেরে ঠেলে ফেলে, রেগে গেল চোলে !
নীরবে কাঁদিনু আমি, ছেলে করি কোলে !!

ইতি ষষ্ঠ কল্প।

সপ্তম কল্প

আমার ভাই।

লীলাবতী ঘরে এলো, যা বোলেছি আগে।
হাসি নাই, কথা নাই, থাকে রাগে রাগে ॥
লুকায়ে লুকায়ে আমি, খোরাকী জোগাই।
দোকানে বরাত আছে, সেখানে পাঠাই ॥
কর্ত্তার সঙ্গেতে আর, দেখাশুনা নাই।
উঠিলে গুলীর হাই, মানে না দোহাই ॥
এই ভাবে দুই মাস, করি গুজুরাণ।
এক দিন উপনীত রাধিকানারাণ ॥ *

---

* ছোট ভাই।

সহোদরে হেরিলাম, বহুদিন পরে।
স্নেহে যত্নে রাখিলাম মহা সমাদরে ॥
হরিষে সুধাই বোসে, দেশের কুশল।
মাতাপিতা পরিবার, সবার মঙ্গল ॥
কাণে শুনে সকলের শুভ সমাচার।
অনলে শীতল জল পড়িল আমার ॥
নানাবিধ আলাপনে, দিবা অবসান।
নিশাকালে কথা তোলে, রাধিকানারাণ ॥

মা তোমারে নিতে পাঠাইয়েছে।
আরো কত কথা বোলে দেছে ॥
সংসারে হয়ে ছ না কি ক্লেশ।
সেখানে পাবে না দুঃখ লেশ ॥
মা বাপের আদরিণী মেয়ে।
কেন রবে নাথী ঝ্যাঁটা খেয়ে?
সতীনের কুরুপর হয়ে।
কেন রবে এত জ্বালা সয়ে?
হেথা আর থেকে কাজ নাই।
চল দিদি! ঘরে নিয়ে যাই ॥
তোমারি অধীন দুটী ভাই।
চল দিদি! ঘরে নিয়ে যাই।

আমি।

না রে ভাই! এ সময় যাওয়া নাহি হয়।
অসময়ে ফেলে যাওয়া, ভাল কর্ম্ম নয়॥
সময়ে সকলে সখা কত পাওয়া যায়।
অসময়ে কে কোথায় ছুটিয়ে পালায়॥
আমি যদি তাই করি, গন্ধ ঢাকিবে না।
বড় অপরাধী হব, ধর্ম্ম থাকিবে না॥
অসময়ে পতিসেবা, ধর্ম্ম অবলার।
পারি যদি, এর বাড়া, কর্ম্ম কিবা আর?
শুনেছ সংসারে ক্লেশ, বলিছ নে যাই।
যতটা শুনেছ ভাই, তত কষ্ট নাই॥
তবে, কিছু পাকেচক্রে ধারকর্জ্জ হয়ে।
ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন, নানা ল্যাটা লয়ে॥
সংসারীর সুখ দুঃখ বাধা নাহি মানে।
মানুষের দশ দশা, সকলেই জানে॥
সংসারের গতি এই, বিধির নিয়মে।
ঘুরিছে নাগরদোলা, লহমে লহমে॥
দুদিন অদিন যেন, হয়েছে সংসারে।
তা বোলে কি আজি আমি, ফেলে যাব তাঁরে?
তা তো আমি পারিব না, যেতে পারিব না।
ক্ষেপ হারিয়াছি বোলে, জন্ম হারিব না॥

মাকে বোলো বুঝাইয়ে, বিনয় বচনে।
আমার প্রণাম দিও, পিতার চরণে॥
যাবনা এখন আমি, পতির কারণে।
শুনে যেন তাঁরা কিছু, না করেন মনে॥
সুদিন উদয় পুন, হইবে যখন।
শ্রীচরণ দরশন, করিব তখন॥
যদি কিছু দিতে চাও পাঠাইয়ে দিও।
কখন কেমন থাকি, সমাচার নিও॥



ভাই।

না গো দিদি! তা হবে না, বোলো না আমারে।
রাখিয়ে যাব না আমি, নে যাব তোমারে॥
মাতাপিতা দুজনেই, উচাটন মন।
আমাদেরো দুভেয়ের, বড় আকিঞ্চন॥
পায়ে পড়ি, চল দিদি! চল একবার।
মাসেক দুমাস পরে, আসিবে আবার॥
আরো এক কথা দিদি! চুপিচুপি বলি।
সকলেই সেই কথা, করে বলাবলি॥
নীচসহবাসে না কি চাটুর্য্যে মশাই।
গাঁজাগুলী খেয়ে খেয়ে ফেরেন সদাই!
ছোটস্ত্রীর কথা শুনে, হয়ে অবতার।
থামকা তোমাকে না কি করেন প্রহার॥

রটনা হয়েছে বড়, তাই করি ভয়।
তাই বলি, দিনকত, গেলে ভাল হয়॥
কুমতি ধরেছে তাঁরে, কুগ্রহে ঘিরেছে।
সুকাজে লেহাজ নাই, মেজাজ ফিরেছে॥
এখানে তোমার থাকা, হবে না এখন।
সুমতি যখন হবে, আসিও তখন॥

আমি।

ও কথা বোলো না ভাই, দোলো না আমায়।
পতিনিন্দা, গুরুনিন্দা, সওয়া নাহি যায়॥
কল্পতরু গুরু পতি, অবলার গতি।
গুরু নিন্দা অধোগতি, নরকে বসতি॥
করিতেও নাই মুখে, শুনিতেও নাই।
হাতে ধোরে বলি তোরে, বোলো নারে ভাই।
শুনেছ লোকের মুখে, বিপক্ষের দলে।
সে কথা, কথাই নয়, লোকে কি না বলে?
সহস্র রসনাধারী, নানা জনরব।
বাসুকি তাহার কাছে, মানে পরাভব॥
নিন্দুকে সন্ধান পূরে, মারে তীক্ষ্ণবাণ।
সে দিকে রাধিকে! তুমি, পেতো নাকো কাণ॥
মা বাপেরে বুঝাইয়ে, বোলো সব কথা।
সময়ে যাবই আমি, হবে না অন্যথা॥

এই সব কথা বোলে, পাঁচ দিন রেখে।
পাঠালেন রাধিকাকে, শুভদিন দেখে॥

ইতি সপ্তম কল্প।

অষ্টম কল্প।



আমার স্বপ্ন।

সংসারে যাঁহার বিন্দুমাত্র সুখ নাই, তিনিই জানেন, সহস্র চেষ্টা করিলেও রজনীতে নিদ্রা হয় না। যাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই জানেন, রাত্রিকালে নিদ্রা হয় না। আমার ন্যায় অভাগিনী রমণীরা ভাল জানেন, কতপ্রকার কুচিন্তানলে হৃদয় অহরহ দগ্ধ হয়; কিছুতেই তাহার বিরাম হয় না। যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিক যেন বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়া সম্মুখে হুহু করে! আমার এখন সেই অবস্থা। এই অবস্থায় প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। আহারে রুচি নাই, ক্ষুধা থাকিলেও কোন বস্তুর আস্বাদন পাই না, পিতা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, তাহাতেই কষ্টে দিনপাত হয়। তাহাতেই ছেলে-টীকে প্রতিপালন করি। লীলাবতী উপবাস করিবে, তাহার পুত্রটী কষ্ট পাইবে, তাহাও দেখিতে পারি না, কাজেই

সেই সামান্য অর্থ বণ্টন করিয়া লই। ইহাও এক প্রকার সুখ মনে করি। ইহা ছাড়া জগতে আমার আর কোন সুখ নাই। আগে আগে যাহা যাহা দেখিলে আহ্লাদ হইত, এখন আর তাহা দেখিতে সাধ হয় না, দেখিলেও দুঃখ হয়। লোকে আমোদের গল্প করিলে আমার হৃদয়ে নিরানন্দ উদয় হয়। কেহ যদি গীত গায়, আমার কর্ণে তাহা আর ভাল লাগে না। আমি হৃদয়ের ভারে অবসন্ন হইয়া বিমর্ষ ভাবে সেখান হইতে উঠিয়া যাই; কিছুতেই আর মনস্থির হয় না। বেশী কথা কি বলিব, লোকে পুত্রমুখ দর্শনে সকল জ্বালা ভুলিয়া যায় আমি আমার অমরচাঁদের মুখ দেখিয়া গোপনে নিঃশব্দে চক্ষের জলে ভাসিতে থাকি। নিদ্রাকে লোকে চিন্তাহারিণী বিরামদায়িনী বলে, আমার পক্ষে সেই বিরামদায়িনী নিদ্রা যেন চিরদিনের মত বিদেশিনী হইয়াছেন। মনে করি, চিন্তা করিব না,— মনে করি, দুঃখের ভাবনা আর ভাবিব না, একবার একটু মনস্থির করিয়া ঘুমাইব; বিধাতা যে বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছেন, পাষাণে বুক বাঁধিয়া তাহা সহ্য করিব।— এক একবার এই সকল মনে করি বটে, কিন্তু রাখিতে পারি না;— শয়ন করিবা মাত্রই সেই চিন্তা আরো শতগুণ প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। কোন ক্রমেই চক্ষের পাতা বুজিতে পারি না।

এই অবস্থায় এক রাত্রে অমরচাঁদকে কোলে লইয়া শয়ন করিয়া আছি, আকাশে কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিতেছে,

প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে।— বড় দুর্যোগ-রজনী।— অমরচাঁদ মেঘের ভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আমি চিন্তার তাড়নে জাগিয়া আছি।— একবার উঠিতেছি, একবার বসিতেছি, আবার শয়ন করিতেছি, বারম্বার এইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে শেষ রাত্রে অল্প তন্দ্রার আবির্ভাব হইল। সেই কালতন্দ্রাই এই অভাগিনীর জীবনের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল করিল! হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলাম, যমদণ্ডে আমার পিতৃপুরী সমভূম হইয়াছে! প্রবল জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার সমস্ত বিষয় গ্রাস করিয়াছে। গৃহের চতুর্দ্দিকে যেন অনন্ত ধূমরাশি স্তম্ভিত হইয়া আছে। জনপ্রাণীর সঞ্চার নাই। আমি সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া যেন রোদন করিতে করিতে পলায়ন করিতেছি, অকস্মাৎ দেখি, সেই ধূমরাশির মধ্যে আমার প্রাণেশ্বর কৌপীন পরিধান করিয়া বিকটবেশে নৃত্য করিতেছেন! হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, মাথায় একগাছিও চুল নাই! দেখিয়াই আমি যেন ভয়ে চীৎকার করিয়া চক্ষু মুদিত করিলাম। তৎক্ষণাৎ তন্দ্রা ভঙ্গ হইল।

এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শন করিয়া আমি যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সর্ব্বাঙ্গ থরহরি কম্পান্বিত হইল। গৃহে প্রদীপ ছিল না, বাহিরে ঘোর অন্ধকার, আকাশ ঘোর অন্ধকার, পৃথিবী ঘোর অন্ধকার, মহা দুর্যোগ রজনী, সে সময় সকলের চক্ষেই অন্ধকার দেখায়, কিন্তু আমি তৎ

কালে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, জ্ঞান হয় জন্মাবচ্ছিন্নে তেমন অন্ধকার আর কখনো দর্শন করি নাই। বালকের নিদ্রা ভঙ্গের আশঙ্কায় নিঃশব্দে রোদন করিয়া দুঃস্বপ্নবিনাশন দুর্গানাম স্মরণ করিলাম। সাঁ সাঁ করিয়া কালরাত্রি পোহাইয়া গেল।

কে বলে, স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না? সকলের ভাগ্যে সত্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি অভাগিনী, আমার ভাগ্যে সমস্তই সত্য হইল! ব্যাকুলিনী হইয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিত্রালয়ে লোক পাঠাইলাম, ক্রমেই সকল কথা জানিতে পারিলাম, আমার স্বপ্ন সত্য সত্যই আমাকে পথের ভিকারিণী করিল! পিত্রালয় শ্মশান হইয়াছে, আমার স্বামী কয়েদ হইয়াছেন! পতিনিন্দা মহাপাপ, কিন্তু কি করি, অগত্যা বলিতে হইল, আমার অদৃষ্টে তাঁহার নানাপ্রকার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছিল। আমি শুনিয়াছিলাম, তিনি গুলী খান, কিন্তু ক্রমে শুনিলাম, তাঁহাকে সকল প্রকার দোষেই বেষ্টন করিয়াছিল। অবশেষে এক মায়াবিনী গণিকার মায়াজালে জড়িত হইয়া আমাদের সেই নীলাম হওয়া বাড়ীখানি আবার বিক্রয় করিবার জন্য 'একজন' বিদেশী মহাজনের নিকট বায়নাপত্র করিয়া কত টাকা বায়না লইয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে আরো কি কি প্রবঞ্চনা ছিল, আমি জানি না। ক্রমে সেইগুলি প্রকাশ হওয়াতে হাকিমেরা তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছেন! হায় হায়! আমার মস্তকে

এককালে শত বজ্রের আঘাত হইয়াছে।! আমি অকূল পাথারে ভাসিয়াছি!

ইতি অষ্টম কল্প।

নবম কল্প

—ঃ—

আমি কাঙ্গালিনী

আমি রমণী। অদৃষ্টের উপর আমার বেশী বিশ্বাস।। আমি নিশ্চয় স্থির করিয়াছি, যাহা যাহা ঘটিল, তাহাতে কাহারও দোষ নাই, কেবল আমি অভাগিনী, আমারি কপালের দোষ।— আমি পথের ভিকারিণী,— পথের কাঙ্গালিনী।— ছেলেটী আছে, লীলার ছেলেটী আছে, লীলা আছে, আমি আছি, চারিটী জীব কি প্রকারে রক্ষা হয়? বিধাতা! আমি এত কি পাপ করিয়াছিলাম? আমার অদৃষ্টে তুমি এত যন্ত্রণা কেন লিখিয়াছিলে? মা দুর্গা! তোমার নাম দুর্গতিনাশিনী। তুমি দয়াময়ী। তা মা! আমার প্রতি তোমার কি এই দয়া? আচ্ছা, আমিই যেন অপরাধিনী, দগ্ধপোষ্য অজ্ঞান শিশুসন্তানের কি অপরাধ মা?

অনেক ডাকিলাম, অনেক কাঁদিলাম, কেহই শুনিল না।— বিধাতা শুনিলেন না, দুর্গা শুনিলেন না, দয়াময়ী দয়া করিলেন না।— আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথের ভিকারিণী হইলাম।— কপালে আরো কষ্ট আছে, কে খণ্ডন করে? তিনমাস পরে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। প্রাণেশ্বর কারাগারে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন!!!— নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে যে অল্প অল্প আশাপ্রভা এতদিন মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল, তাহাও অন্ধশোধ জলশায়িনী হইল। আমি বিধবা!— কত কাঁদিলাম, জানি না, এখনো কত কাঁদিতেছি, বলিতে পারি না। কিন্তু কাঁদিয়া কি করিব? যাহা বিধাতার মনে আছে, তাহা অবশ্যই হইবে। ইহা বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও থাকিতে পারি না। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ডাকিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, দয়াময়ি! জন্মাবধি সৎপথে থাকিলে তাহার কি এই দশা হয় মা? আমার রোদন বাতাসে মিশাইয়া গেল, দুর্গা শুনিতে পাইলেন না! আবার ডাকিয়া বলিলাম, জননি! যে অনাথা চিরদিন তোমা ভিন্ন জানে না, কদাচ যাহার অধর্ম্মে গতি হয় না, তাহার কি তুমি এই দশা কর?— আবার আমার প্রশ্ন বাতাসে মিশাইল! আমি হতাশ হইলাম!

এখন আমি যাঁহাদের হস্তে আমার এই অদৃষ্টদর্পণ অর্পণ করিতেছি, তাঁহাদের কাছে আর একবার কাঁদিব।—

কাঁদিয়া দেখিব, তাঁহারাই বা কি বলেন।— আমি ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম। এই কুলে আমার ন্যায় অভাগিনীদের গতি কি? সন্তান যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহার প্রার্থনা করে, তখন আহার দিতে না পারিলে জননীর মন কেমন হয়, সে কথা কে জানে?— অভাগিনী জননী ছাড়া সে দারুণ যন্ত্রণানলে কাহার হৃদয় দগ্ধ হয়? অপর জাতিতে বোধ হয় এতদূর হয় না। কেন না, অপর জাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই জাতীয় বৃত্তি অভ্যাস করে। সুতরাং অভিভাবক হারাইলেও তাহারা আমাদের ন্যায় অকূলে ভাসে না। মালাকারপত্নী মালঞ্চে মালঞ্চে পুষ্পচয়ন করিয়া উত্তম মাল্য গ্রন্থন করে। কুম্ভকার-পত্নী উত্তম গঠন গড়িতে পারে। রজকপত্নী উত্তম কাপড় কাচিতে পারে। গোপপত্নী উত্তম গাভীদোহনাদি করিতে পারে। কৃষকপত্নী উত্তম শস্য প্রস্তুত করিতে জানে। ময়-রার স্ত্রী উত্তম ভিয়ান করিতে পারে। ধীবরপত্নী উত্তম মৎস্য ধরিতে পারে। এইরূপ সকলেই এক একটী জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ। ভদ্রকুলের কুলমহিলারা অভিভাবকশূন্য হইলে তাহাদের আর কোন উপায় নাই। শোকে তাপে সকল জাতিই আকুলিত হয় বটে, কিন্তু ভদ্রজাতির পক্ষে সেই শোক যেমন চতুর্দ্দিকে প্রবল হয়, অপরের তেমন হয় না।— আমি ভদ্রকুলকন্যা। সৎপথ আমার অবলম্বন। এখন

এ অবস্থায় ভিক্ষা ভিন্ন আমার উপায় কি? কিন্তু ভিক্ষা করিতেও বাটীর বাহির হইতে হয়। তাহা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ও অসাধ্য। বিশেষতঃ ভিক্ষা করিয়াই বা কত দিন চলে?— চিরজীবন ভিক্ষাই বা কে দেয়?

হরি হরি! আমি যে বিপদসাগরে নিপতিত হইয়াছি, সে সাগরের পার নাই। আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখী শারদা সুন্দরী যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, কিন্তু চিরজীবন সাহায্য করা কাহার সাধ্য? অতএব এই দর্পণখানি দশের সমীপে ধারণ করিলাম, ভদ্র মহিলাগণের এতাদৃশী অবস্থায় লজ্জা-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপথে কিরূপ বৃত্তি অবলম্বনে সংসার লীলা অতিক্রান্ত হইতে পারে, আপনারা কৃপা করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করুন। তাহাতে অনেকের অনেক উপকার হইবে।— সেই পথ পরিজ্ঞাত হইবার আশাতেই আমার এই ক্ষুদ্র কদর্য্য মলিন দর্পণখানির জন্ম।— ইহাতে অনেক দাগ, অনেক আঁচড়, অনেক ময়লা ও অনেক উচু নীচু আছে, কারিগরী ভাল হয় নাই, হইবার আশাও নাই, সে দোষ মার্জ্জনা করিয়া— সহস্র দোষ পরিত্যাগ করিয়া শুভ নয়নে এইখানি দর্শন করিবেন!— আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা মনে রাখিবেন, **আমি রমণী**।

সম্পূর্ণ।

কাব্যাভাস।

আমার একটি বন্ধু কিছুদিন পূর্ব্বে একটি অভাগিনী রমণীর জীবনবৃত্তান্ত আমার নিকট গল্পচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখেই শুনা হইয়াছিল, সেই অভাগিনী নিজেই আত্মদুঃখকাহিনী তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই বিষয়টী গদ্যছন্দে মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। সেই রমণী নিজেও সম্ভবমত গদ্য লিখিতে পারেন। ভদ্রকুলের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করা এদেশের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি নাই; কিন্তু বিষয়টী কবিতায় লিখিত হইলে ভাল হয় বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। বন্ধুবর সেই কথা তাঁহাকে অবগত করিলে, তিনি আহ্লাদিনী হইয়া আমাকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের সঙ্গে উল্লিখিত গল্পের পদ্য আদর্শ লিখিয়া পাঠান। আমি তদনুসারে সেইগুলি অবিকল রমণীজনোচিত কবিত পদ্ধতিতে গ্রন্থিত করিয়াছি। বিষয়টী যেরূপ শোচনীয়, সেইরূপ নীতিপূর্ণ। বোধ হয়, আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীরা এতৎপাঠে অনেকগুলি সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পুরুষেরাও ইহা পাঠ করিলে উপকার লাভের প্রত্যাশা আছে। এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ ইহার প্রতি সাদর নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীভুবনচন্দ্র মখোপাধ্যায়।